ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-215 ■ 7 May, 2026 ■ আগরতলা ৭ মে, ২০২৬ ইং ■ ২৩ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিকিৎসক সংকটে গন্ডাছড়া হাসপাতাল ক্ষোভ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৭ মে।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে তীব্র চিকিৎসক ও নার্স সংকটকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। খাতায়-কলমে হাসপাতালে ১৩ জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে কর্মরত রয়েছেন মাত্র পাঁচজন চিকিৎসক। ফলে নড়বড়ে পরিকাঠামোর মধ্যেই সীমিত জনবল নিয়ে চলছে চিকিৎসা পরিষেবা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালটিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও ওষুধের অভাব রয়েছে। এর জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগী ও তাদের পরিবার।

গন্ডাছড়া মহকুমা সদরস্থিত ৫০ শয্যার হাসপাতালটি মহকুমার প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার জাতি ও জনজাতি মানুষের একমাত্র ভরসার চিকিৎসাকেন্দ্র। তবে প্রায় ৪০ বছরের পুরনো দ্বিতল ভবনটি বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সেখানে রোগীদের ভর্তি রাখা ও চিকিৎসা পরিষেবা চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

বর্তমানে হাসপাতালে পাঁচজন চিকিৎসক থাকলেও তাঁদের মধ্যে একজন ছুটিতে থাকায় কার্যত চারজন চিকিৎসক দিন-রাত পরিশ্রম করে পরিষেবা দিচ্ছেন। অন্যদিকে, যোনে অন্তত ২০ জন নার্স প্রয়োজন, সেখানে রয়েছেন মাত্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসার জন্য বহি:রাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা কমাতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে ।। রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য রাজ্যবাসীকে সুস্থ রাখা এবং চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত খরচ কমানো। সেই লক্ষ্যেই বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন রেফারেল হাসপাতালে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তুলে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এখন রাজ্যেই কিডনি প্রতিস্থাপন সহ একাধিক জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। তাই জটিল চিকিৎসার ক্ষেত্রেও রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির উপর মানুষের আরও বেশি আস্থা রাখা প্রয়োজন। অযথা অর্থ ব্যয় করে রাজ্যের বাইরের বেসরকারি হাসপাতালে যাওয়ার প্রবণতা কমাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯ মে বঙ্গে নতুন সরকারের শপথ, অসমে ১১ মে

কলকাতা/গুয়াহাটি, ৬ মে (আইএএনএস) ।। আগামী ৯ মে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার শপথ নেবে বলে জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সামিক ভট্টাচার্য। তিনি জানান, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভট্টাচার্য বলেন, ৯ মে দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ওই দিনটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্মবার্ষিকীর সঙ্গে মিলে যায়।

তিনি জানান, কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। তবে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, সে বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এদিন ভট্টাচার্য রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্নে যান কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসাল এবং দলের সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতো ও সৌমিত্র খানের সঙ্গে। সেখানে মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালার সঙ্গে বৈঠক হয়। বৈঠকে মূলত দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়প্রথমত, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি এবং দ্বিতীয়ত, ভোট-পরবর্তী হিংসা রোধে প্রশাসনের পদক্ষেপ। বর্তমানে রাজ্যের প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

ভট্টাচার্য দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছেন, ক্ষমতা পরিবর্তনের পর প্রতিহিংসার রাজনীতি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম বা অন্য কোনও দলের অফিস জোর করে দখল করে সেখানে বিজেপির পতাকা লাগানোর ঘটনা সহ্য করা হবে না। এমন ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব, ডিজিপি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুধবার জানিয়েছেন যে অসমে নতুন বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের গঠন ও শপথগ্রহণ ১১ মে-র পর অনুষ্ঠিত হবে। সাংবিধানিক ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরই এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানান।

রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য-র কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শর্মা বলেন, নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেছে এবং সেই নোটিফিকেশন রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়ার পরই তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে পদত্যাগ করেছেন।

তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি এবং বর্তমান অসম বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেছি।" মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যপাল তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করেছেন এবং নতুন সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান মন্ত্রিসভাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শর্মা বলেন, "নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়া পর্যন্ত আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাব।" তবে শপথগ্রহণের নির্দিষ্ট দিন নিয়ে তিনি স্পষ্ট করে কিছু না বললেও ইঙ্গিত দেন যে ১১ মে-র আগে তা হবে না। "১২ মে নিয়ে আলোচনা শুনেছি, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলতে পারছি না। তবে ১১ মে-র পরই সরকার গঠন ও শপথগ্রহণ হবে," তিনি বলেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০ মে দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক ওষুধ ব্যবসায়ী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ মে।। দেশের ওষুধ ব্যবসায়ীদের সর্বভারতীয় সংগঠন অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অব কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস আগামী ২০ মে সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে বুধবার ধর্মনগর বয়েজ ক্লাব সংলগ্ন টিজিটিএ ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত সাহা, রাজ্য সভাপতি প্রানতুস সেন সহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও খুচরা ওষুধ ব্যবসায়ীরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ধর্মঘটকে সফল করতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে ধর্মনগরেও সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে।

সংগঠনের মূল দাবি তিনটি অনলাইনে ওষুধ বিক্রি বন্ধ করতে হবে, কর্পোরেট সংস্থাগুলির অতিরিক্ত ছাড় বা 'ডিপ ডিসকাউন্ট' ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে এবং ভেজাল ও নকল ওষুধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এছাড়াও সংগঠনের অভিযোগ, ২০২০ সালের ২৬ মার্চ করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার সময় কেন্দ্র সরকার দোকানদারদের বাড়ি-বাড়ি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেন্দু অধিকারীকের আপ্ত সহায়ককে গুলি করে হত্যা

কলকাতা, ৬ মে ।। বুধবারই ভোট পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে ২০২১ এবং ২০২৩ এর উদাহরণ টেনে তৃণমূলকে তোপ দাগেন হবু বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। সেদিন রাতেই মধ্যমগ্রামে শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ গাড়ির মধ্যেই গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হলেন। তাঁর পেটে-বুকে ও মাথায় গুলি লাগে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন গাড়ির চালকও।মধ্যমগ্রামের দোহারিয়া এলাকায় হামলা হয় চন্দ্রনাথের উপরে। বাইকে করে এসে দুই দুষ্কৃতী পথ আটকায় শুভেন্দুর আপ্তসহায়কের গাড়িটির। এর পরেই এলোপাথাড়ি গুলি করে পালায় তারা। বাইকটিতে নম্বর প্লেট ছিল না বলেই জানা গিয়েছে। চন্দ্রনাথের বুকে-পেটে ও মাথায় গুলি লাগে। হামলায় আহত হন গাড়ির চালকও। তড়িঘড়ি শুভেন্দুর আপ্তসহায়ককে মধ্যমগ্রামের ভিভা সিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও চিকিৎসকরা জানান ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় গুলিবিদ্ধ গাড়িচালককে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে খবর।আদতে মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের মানুষ হলেও দীর্ঘদিন উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামেই থাকছিলেন চন্দ্রনাথ। এদিন সন্ধে সাড়ে ৬টা নাগাদ বিধানসভায় যান তিনি। সেখান থেকে মধ্যমগ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময়েই গাড়ি আটকে সামনে থেকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। ভিভি সিটি হাসপাতালের কর্ণধার প্রতিম সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, চন্দ্রনাথ রথের দুটি গুলি লেগেছিল বুকে, হৃদপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সেগুলি। হাসপাতালে আসার আগেই মৃত্যু হয়েছিল। চন্দ্রনাথের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরে জয়ী বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচী বলেন, "ঘটনার পরিনাম তৃণমূলকে ভুগতে হবে। পুরোটা মমতা-অভিষেকের নির্দেশে হয়েছে। যতক্ষণ না দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, দেহ দাহ করব না।"

বিরোধীরা অনুপস্থিত
শপথ নিলেন সিইএম রুনেইল, ইএম চন্দ্রকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে ।। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর প্রশাসনিক কাঠামোয় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। খুমুলুঙ পরিষদীয় ভবনে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) হিসেবে শপথ নিলেন রুনিয়েল দেববর্মা এবং ইএম হিসেবে শপথ নিলেন চন্দ্র কুমার জমাতিয়া।

শপথ গ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিইএম রুনিয়েল দেববর্মা বলেন, এডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়নই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

আমাকে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা আমি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালন করব। তিনি আরও জানান, গোটা তিপ্রাসা সমাজের কল্যাণে কাজ করাই তাঁর অগ্রাধিকার।

তিনও বলেন, গত পাঁচ বছরে সীমিত আর্থিক সংস্থান সত্ত্বেও এডিসি এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। অবশ্যই কিছু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ অত্যন্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্র সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার কাছে বাড়তি আর্থিক সহায়তার দাবি জানানোর কথাও স্পষ্ট করেন।

ইন্দ্রনগরে ছিনতাই কাণ্ডে গ্রেফতার ৩, উদ্ধার স্বর্ণের চেইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে ।। ইন্দ্রনগর এলাকায় ছিনতাই কাণ্ডে বড়সড় সাফল্য পেল এনসিসি থানার পুলিশ। এক মহিলার কাছ থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলা রয়েছে।

এনসিসি থানার এসডিপিও সুব্রত বর্মন জানান, গত মাসের ১৬ এপ্রিল ইন্দ্রনগর এলাকায় এক মহিলার কাছ থেকে গলার চেইন নিয়ে পালিয়ে যায় ছিতাইকারীরা। পরবর্তী সময়ে ওই মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে গতকাল ইন্দ্রনগরের কবরখোলা এলাকা থেকে অভিযুক্তদের আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া স্বর্ণের চেইনও উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তদের সনাক্ত করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯ মে লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে ।। ত্রিপুরা হাইকোর্ট চতুরে আগামী ৯ মে (শনিবার) দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে। লোক আদালতের কাজ শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। জাতীয় লোক আদালতে বিভিন্ন ধরণের ২৮টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

২০ লক্ষ টাকার গয়না উধাও !

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ মে ।। সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কুলুবাড়ী এলাকায় এক প্রবাসীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চুরি গেছে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুলুবাড়ীর বাসিন্দা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শীঘ্রই চালু হচ্ছে আগরতলার নতুন সিভিল হাসপাতাল ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে ।। আগরতলার জ্যাকসন গেট সংলগ্ন নবনির্মিত সিভিল হাসপাতাল পরিদর্শন করে শীঘ্রই জনসাধারণের জন্য হাসপাতালটি চালু করার আশ্বাস দিলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, হাসপাতালের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। আগরতলা পুরনিগমের লক্ষ্য, যত দ্রুত সম্ভব এই আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া। তিনি বলেন, "আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন চাইছে এই হাসপাতালটি খুব শীঘ্রই জনগণের জন্য চালু করতে।"

নতুন এই সিভিল হাসপাতালটি ৫০ শয্যার একটি আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যা বর্তমানে অতিরিক্ত রোগীর চাপে থাকা জিবি হাসপাতাল এবং আইজিএম হাসপাতালের উপর চাপ অনেকটাই কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হাসপাতালে একাধিক বিশেষজ্ঞ বিভাগ নিয়ে আউটডোর পরিষেবা (ওপিডি), ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের জন্য মাইনর অপারেশন থিয়েটার, সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বর্ধিত পরিষেবা সময়, লিফটসহ আধুনিক পরিকাঠামো এবং রোগীবান্ধব বিভিন্ন সুবিধা থাকবে।

প্রকল্পটি মুম্বইয়ের মতো শহরে সফলভাবে পরিচালিত পুরনিগম পরিচালিত হাসপাতালের মডেল অনুসরণে গড়ে তোলা হয়েছে। আগরতলা পুরনিগমই সরাসরি এই হাসপাতালের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।

মেয়র আরও জানান, রাজ্য সরকারের বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এই সিভিল হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে, যার লক্ষ্য শহরের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা।

এদিন পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কর্পোরেটর রত্না দত্ত, আগরতলা পুরনিগমের অতিরিক্ত কমিশনার মিহির ঘোষ এবং হাসপাতালের শীর্ষ আধিকারিকরা।

তাঁরা হাসপাতাল চালুর প্রস্তুতি নিয়ে মেয়রকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

জাগরণ
আগরতলা, ৭ মে, ২০২৬ ইং
২৩ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

জনস্বার্থ মামলা এখন রাজনৈতিক অস্ত্র

শীর্ষ আদালতের মতে, এক সময় যে জনস্বার্থ মামলা সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল, তাহা এখন অনেকাংশে স্বার্থসিদ্ধির উপায়ে পরিণত হইয়াছে।সাম্প্রতিক শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট " পি আই এল" শব্দটির একটি নতুন ব্যাখ্যা বা সমালোচনা তুলিয়া ধরিয়াছে। আদালত বলিয়াছে, জনস্বার্থ মামলা এখন আর কেবল জনস্বার্থে নেই , বরং এটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে সংবাদমাধ্যমের নজর কাড়া বা সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য মামলা। ব্যক্তিগত শত্রুতা মেটানো বা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য।রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিপাকে ফেলিতে বা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা।আর্থিক সুবিধা বা তোলাবাজির উদ্দেশ্যে করা মামলা।সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বিশেষ করিয়া প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি নাগারত্ন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলিয়া ধরিয়াছেন। আদালত লক্ষ্য করিয়াছে যে, অনেকে কোনো গভীর অনুসন্ধান ছাড়াই শুধুমাত্র সংবাদপত্রের একটি কাটিং নিয়া মামলা ঠুকিয়া দিতেছেন। অনেক সময় মামলা করিবার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংবাদপত্রে নিবন্ধ লেখানো হইতেছে। রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি লড়াই না করিয়া আদালতের কাঁধে বন্দুক রাখিয়া নিজেদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা পূরণ করিতে চাইছে। একে সুপ্রিম কোর্ট 'রাজনৈতিক অস্ত্র' হিসেবে অভিহিত করিয়াছে।কয়েক হাজার প্রকৃত মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় এই ধরণের ভিত্তিহীন জনস্বার্থ মামলা বিচার ব্যবস্থার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করিতেছে।সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে যে, কোনো মামলার পেছনে যদি ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকে, তবে তাহা সরাসরি 'ডাস্টবিনে ছুঁড়িয়া ফেলা উচিত' এবং আবেদনকারীর ওপর বড় অঙ্কের জরিমানা করা হইতে পারে।আদালতের মতে, জনস্বার্থ মামলার আসল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের পিছিয়ে পড়া বা প্রান্তিক মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমান সময়ে একে 'রাজনৈতিক এবং প্রচারের হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করায় সেই পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে। আদালত এখন থেকে এই ধরণের মামলা গ্রহণে অনেক বেশি সতর্ক এবং কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দিয়াছে।সম্প্রতি সাবরিমালার পুরনো একটি মামলার প্রেক্ষিতে আদালত মন্তব্য করিয়াছে যে, ওই পিটিশনটি কোনো ভক্তের দ্বারা নয় বরং একটি সংগঠনের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল, যাহা সেই সময় গ্রহণ করাই উচিত হয়নি।

জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) নিয়া অভিযোগ ভুরিভুরি। সাধারণ মানুষকে সুরাহা দিতে যে ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল, তাহা এখন নানাবিধ স্বার্থে ব্যবহার করা হইতেছে। নানা মহল থেকে বহুদিন ধরিয়া এমন অভিযোগ করা হইয়াছে। এবার এ জাতীয় জনস্বার্থ মামলা নিয়া তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার বাছা বাছা শব্দে কটাক্ষ করিয়াছে ৯ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের মতে, 'পিআইএল এখন প্রাইভেট ইন্টারেস্ট লিটিগেশন, পাবলিসিটি ইন্টারেস্ট লিটিগেশন, পয়সা ইন্টারেস্ট লিটিগেশন এবং পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট লিটিগেশনে পরিণত হইয়াছে।' দু'দশকের পুরানো কেরলের শবরীমালা মামলা নিয়া শুনানিতে এই মন্তব্য করিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। শবরীমালা মন্দিরে ১০ থেকে ৫০ বছরের মহিলাদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ধর্মীয় স্থানে মহিলাদের এহেন বৈষম্য দূর করিতে ২০০৬ সালে মামলা করিয়াছিল ইন্ডিয়ান ইয়ং লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন। এদিন আবেদনকারী সংগঠনের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী রবিপ্রকাশ গুপ্তা। তিনি বলেন, ২০০৬ সালের জুনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চারটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই জনস্বার্থ মামলা করা হইয়াছে। এব্যাপারে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন কীভাবে জনস্বার্থ মামলার কারণ হইতে পারে? মামলা করিবার জন্য তো প্রতিবেদন প্রকাশ করাই যায়।' বেঞ্চের অন্যতম সদস্য বিচারপতি নাগরত্না বলেন, 'সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানে আমরা সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে পিআইএল মামলা গ্রহণ করছি।' তিনি আরও বলেন, প্রধান বিচারপতি প্রতিদিন হাজার হাজার চিঠি পান। তাঁহার প্রশ্ন, 'সব চিঠির ভিত্তিতে তিনি কি পিআইএল করিবেন?'

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে সাংবিধানিক বেঞ্চে ৪-১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শবরীমালা মন্দিরে ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সি মহিলাদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা খারিজ করে। সুপ্রিম কোর্টের যুক্তি ছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী এহেন নিষেধাজ্ঞা বেআইনি এবং অসাংবিধানিক। এই রায়ের পরে নানা মহল থেকে প্রতিবাদ করা হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সমানাধিকার, অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় আচার এবং আদালত কতটা ধর্মীয় আচার বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে, সেই প্রশ্নগুলি উঠিতে শুরু করে। এরপরই শবরীমালা রায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই প্রশ্নগুলির মীমাংসার জন্য ২০১৯ সালে বৃহত্তর ৯ সদস্যের বেঞ্চ গঠন করা হয়।

নাংলোইয়ে অবৈধ এলপিজি রিফিলিং চক্র ভাঙল দিল্লি পুলিশ, ৯৬টি সিলিন্ডার উদ্ধার, গ্রেফতার ৩

নয়াদিল্লি, ৬ মে (আইএএনএস): দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ নাংলোই এলাকার বক্করওয়ালায় একটি অবৈধ এলপিজি রিফিলিং ও মজুতদারি চক্র ভেঙে দিয়েছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে ৯৬টি এলপিজি সিলিন্ডার, একাধিক যানবাহন ও সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা অবৈধভাবে গৃহস্থালির এলপিজি সিলিন্ডার সংরক্ষণ, কারচুপি ও রিফিলিং করত এবং পরে তা কালোবাজারে বেশি দামে বিক্রি করত।নাংলোই এলাকায় এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ চলছেএমন নির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে পুলিশ দ্রুত অভিযান চালায়। বক্করওয়ালা রোডের লক্ষ্মীনগরে জয় শিব নার্সারির পিছনে একটি ফাঁকা জমিতে এই অভিযান হয়। সেখানে মোট ৯৬টি সিলিন্ডার মজুত অবস্থায় পাওয়া যায়। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে থাকা তিনটি গাড়িদুটি টাটা এস টেম্পো ও একটি বাজাজ ম্যাক্সিমায়ও সিলিন্ডার বোঝাই অবস্থায় ছিল।ঘটনাস্থল থেকে সুলতানপুরীর বাসিন্দা বিনোদ (৩৭), নাংলোইয়ের বিজয় (৩৮) এবং কানঝাওলার বাসিন্দা বংশ রাজ (২৬)-কে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা এত সংখ্যক সিলিন্ডার রাখার কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেনি।বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিকাশপুরীর ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই অফিসারকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি পরিদর্শনের পর জানান, যথাযথ অনুমতি ছাড়া এত পরিমাণ এলপিজি সিলিন্ডার মজুত ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বেআইনি।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর ১২৫, ৩১৮(২) ও ৩(৫) ধারায় এবং ১৯৫৫ সালের প্রয়োজনীয় পণ্য আইন-এর ৩ ও ৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ৯৬টি এলপিজি সিলিন্ডার, তিনটি পরিবহণের গাড়ি, তিনটি ওজন মাপার যন্ত্র এবং দুটি ধাতব পাইপ। এই পাইপগুলির মাধ্যমে এক সিলিন্ডার থেকে অন্য সিলিন্ডারে গ্যাস স্থানান্তর করা হত বলে অভিযোগ, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

স্মার্ট, সুস্থায়ী ও নির্বিঘ্ন: কীভাবে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল ভারতের জুতো শিল্পের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করছে

শ্রী গিরিরাজ সিং
কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী

আমরা যখন 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর কথা বলি, তখন আমরা কেবল উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার কথাই বলি না, বরং বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে নেতৃত্বের কথাও বোঝাই। জুতো শিল্পের মতো খুব কম ক্ষেত্রই এতটা স্পষ্টভাবে এই সুযোগটিকে মূর্ত করে তুলেছে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পণ্যগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম সর্বজনীন একটি সামগ্রী - যা ব্যবহার করে স্কুলে হেঁটে যাওয়া শিক্ষার্থী, দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে কাজ করা শ্রমিক, সর্বদা ছুটে চলা ডেলিভারি কর্মী কিংবা নিজেদের শারীরিক সক্ষমতার সীমা অতিক্রম করতে সচেষ্ট ক্রীড়াবিদরা। অথচ, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তমউৎপাদক হওয়া সত্ত্বেও, জুতো রপ্তানির বৈশ্বিক বাজারে ভারতের অংশীদারিত্বের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

এই ঘাটতির কারণ কোনো সক্ষমতার অভাবের জন্য নয়, বরং উপকরণের নকশা ও কার্যকারিতার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার অভাবের জন্যই। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এমন একটি শ্রেণী যা প্রায়শই অদৃশ্য থেকে যায়, তা হল- টেকনিক্যাল টেক্সটাইল বা কারিগরী বস্ত্র। সম্প্রতি আগ্রা সফরের সময় আমি বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে শুরু করি। আগ্রা জুতো শিল্পের জন্য পরিচিত। সেখানকারউৎপাদন কেন্দ্রগুলো ঘুরে এবং নির্মাতাদের সাথে কথা বলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, উদ্ভাবন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বেশ কয়েকটি কারখানা এমন সব উপকরণ ব্যবহার করছিল যা জুতার আরাম, স্থায়িত্ব এবং নমনীয়তাকেবাড়ায়। তবুও তাদের অনেকেই এগুলোকে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল হিসেবে বর্ণনা করেননি, তারা এগুলোকে কেবল ক্রমবর্ধমান ভোক্তা চাহিদা পূরণের জন্য উন্নত উপকরণ হিসেবেই দেখতেন। দিল্লিতেফুটওয়ার সমিতির সাথে পরবর্তী একটি বৈঠকের পর এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। এই শিল্পের সংশ্লিষ্ট অংশীজনরাভোক্তাদের পরিবর্তিত প্রত্যাশা- যেমন হালকা ওজনের জুতো, উন্নত কুশনিং, অধিক বায়ুচলাচল সুবিধা এবং দীর্ঘস্থায়িত্বের বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন। এগুলি এখন আর কেবল 'প্রিমিয়াম' বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হচ্ছিল না, বরং ক্রমশ সাধারণ ও অপরিহার্য আবশ্যকতা হয়ে উঠছিল। ঠিক এই আলোচনার সূত্রেই আমার বিভাগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে: জুতা শিল্প ইতিমধ্যেই 'কারিগরি বস্ত্র' ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে - যদিও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বা স্পষ্টভাবে বিষয়টিকে সেভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে না।

সেই উপলব্ধিটা গোটা আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বজুড়ে জুতো শিল্পে প্রতি বছর প্রায় ২৩.৯ বিলিয়ন জোড়া জুতো উৎপাদন করে, যার বাজারের আকার প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে মোট বৈশ্বিক উৎপাদনের প্রায় ১২.৫ শতাংশ ভারতের অবদান হলেও, রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের অংশীদারিত্ব মাত্র ২ শতাংশ-যা উৎপাদনসক্ষমতা এবং বৈশ্বিক অবস্থানের মধ্যে বিদ্যমান একটি সুস্পষ্ট ব্যবধানকেই তুলে ধরেছে। একই সাথে, বিশ্বজুড়েউৎপাদিত জুতোর প্রায় ৮৬ শতাংশই চামড়াবিহীন; অথচ ভারতের পাদুকা শিল্প ঐতিহাসিকভাবেই মূলত চামড়ানির্ভর।

দেশের অভ্যন্তরে এই পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান আয় এবং ভোগের ধরনে আসা পরিবর্তনের প্রতিফলন হিসেবে, ২০২৫ সালে ভারতের জুতার বাজারের আকার বেড়ে ২০.৬৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। যদিও বিশ্বব্যাপী যেখানে একজন মানুষ বছরে গড়ে ৭ থেকে ৮ জোড়া জুতা কেনেন, সেখানে একজন সাধারণ ভারতীয় এখনো বছরে গড়ে মাত্র প্রায় ২ জোড়া কেনেন। তবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভোক্তাদের পছন্দ যখন আরাম ও কার্যকারিতার দিকে ঝুঁকছে, তখন দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারটি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এইখানেই টেকনিক্যাল টেক্সটাইল পরবর্তী পর্যায়ের প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। বস্ত্র মন্ত্রক এই রূপান্তরকে "স্মার্ট, সাসটেইনেবলঅ্যান্ডসিমলেস" কাঠামোর মাধ্যমে মোকাবেলা করছে, যা স্মার্ট জুতো প্রযুক্তি এবং নকশার ক্রমবর্ধমান সমন্বয়কে প্রতিফলিত করে তুলছে। ডিজিটাল সরঞ্জাম, যেমন এআই-চালিত মডেলিং এবং ফুট স্ক্যানিং, বৃহৎ পরিসরে কাস্টমাইজড সমাধান প্রদান করছে। এটি বৃহত্তর ভোক্তা প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০২৫ সালে ভারতে ২.৮৯ কোটি স্মার্টওয়্যার বিক্রি করে ৭৮.০ কোটি ডলার রাজস্ব আয় হয়েছে, যা দৈনন্দিন ব্যবহারের সাথে কার্যকারিতাকে একত্রিত করে এমন পণ্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান পছন্দের ইঙ্গিত। স্নিকারের বাজার এই পরিবর্তনকে আরও সুস্পষ্ট করছে। ২০২৪ সালে এর বাজার ৩.২ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিক্রির পরিমাণ ৫.৫ কোটি জোড়া থেকে বেড়ে ৭.০ কোটি জোড়া হবে। ভোক্তারা স্পষ্টতই এমন জুতোর দিকে ঝুঁকছেন যা আরাম এবং কার্যকারিতা উভয়ই প্রদান করে এবং এখানেই টেকনিক্যাল টেক্সটাইল একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।

সুস্থায়ীউন্নয়নও একটি নির্ণায়ক বিষয় হয়ে উঠছে। পুনর্ব্যবহৃতপিইটি এবং বায়োডিগ্রেডেবলফাইবারের মতো উপকরণগুলি ধীরে ধীরেমূলধারারউৎপাদনে প্রবেশ করছে। ভারতের জন্য এটি কেবল একটি পরিবেশগত আবশ্যকতাই নয়, বরং বিশ্ব বাজারে সুস্থায়ী উপকরণের সরবরাহকারী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার একটি কৌশলগত সুযোগও বটে। একইভাবে রূপান্তরকারী হলো নির্বিঘ্ন উৎপাদনের দিকে অগ্রসর হওয়া। থ্রিডিনিটিং এবং অ্যাডভান্সডফ্যাব্রিকেশনের মতো প্রযুক্তি বর্জ্য হ্রাস করছে, দক্ষতা বৃদ্ধি করছে এবং দ্রুততর উৎপাদন চক্রকে সম্ভব করে তুলছে। এটি উৎপাদকদেরধারাবাহিকতা এবং গুণমান বজায় রেখে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি আরও কার্যকরভাবেসাড়া দিতে সাহায্য করছে।

এই রূপান্তরকে আরও সুদৃঢ় করে তুলছে ভারতের বিদ্যমান ইকোসিস্টেম বা কর্মপরিবেশের বিশাল ব্যাপ্তি। জুতো শিল্পে বর্তমানে ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ কর্মরত রয়েছেন, যার মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। আর এ কারণেই এই শিল্পটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থানের একটি অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বছরে প্রায় ২.৯ বিলিয়ন জোড়া জুতো উৎপাদনের সুবাদে, ভারতে একজন শ্রমিকের দৈনিক উৎপাদনশীলতা বা কার্যক্ষমতা দাঁড়ায় আনুমানিক ৪ থেকে ৫ জোড়া। এর বিপরীতে, বিশ্বব্যাপী পাদুকা উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক উচ্চতর মাত্রার দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়, যেখানে একজন শ্রমিক দৈনিক প্রায় ১৭ থেকে ২০ জোড়া জুতো উৎপাদন করে থাকেন। আগ্রা, কানপুর, চেন্নাই, রানি পেট-আম্বুর এবং কলকাতার মতো প্রতিষ্ঠিত শিল্প-গুচ্ছগুলো কেবল উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এগুলোর মাধ্যমেই ভারত জুতো শিল্পে নিজেদের দক্ষতা, প্রতিযোগিতামূলকসক্ষমতা এবং বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ভিত্তি রচনা করতে পারে। টেকনিক্যাল টেক্সটাইল তথা কারিগরি বস্ত্রের দিকে এই যে পরিবর্তন, তা কোনো নতুন শিল্প গড়ে তোলার বিষয় নয়- বরং এটি হলো একটি বিদ্যমান শিল্পের পূর্ণ সম্ভাবনাকে উন্মোচন করার প্রয়াস। আগ্রা সফর এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আলোচনাগুলো থেকে একটি সহজ অথচ অত্যন্ত জোরালো অন্তর্দৃষ্টি উঠে এসেছে। তা হল জুতো শিল্পে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল কোনো নতুন ধারণা নয়। বরং, এগুলি ইতিমধ্যেই এই শিল্পের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে এবং নীরবে এর পণ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলোকে রূপদান করে চলেছে। সামনের কাজ হলো এই একীকরণকে চিহ্নিত করা, সংগঠিত করা এবং এর পরিধি আরও বাড়ানো। জুতা শিল্পকে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল ইকোসিস্টেমের মধ্যে আরও স্পষ্টভাবে নিয়ে আসা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে পারে, রপ্তানি বাড়াতে পারে এবং উচ্চমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এটি ভারতের উৎপাদন ক্ষমতাকে বৈশ্বিক চাহিদার ধারার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারে, বিশেষ করে চামড়াবিহীন এবং পাবফবম্যান্স - নির্ভর্ব ক্ষেত্রগুলোতে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদনকারী দেশ হয়ে ওঠার পথে ভারতের যাত্রা নির্ভর করবে, ঐতিহ্যবাহী শিল্প, উন্নত উপকরণ এবং আধুনিক নকশার মতো সংযোগ স্থলগুলোকে ভারত কতটা কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে তার উপর। জুতো শিল্প এমনই একটি সংযোগস্থল। টেকনিক্যাল টেক্সটাইল হলো সেই সুতো যা এই সুযোগকে একটি বিশ্বব্যাপী সফলতার গল্পে পরিণত করতে সাহায্য করতে পারে।

এক বছর পর: 'অপারেশন সিন্দূর' প্রসঙ্গে ভাবনা

(ড.) অর্জুন সুব্রহ্মণ্যম (অব.)
এয়ার ভাইস মার্শাল

ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হবার কোনো লক্ষণ দেখা না দিলেও এবং মধ্যপ্রাচ্য যখন "যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়"এমন এক অচলাবস্থায় নিমজ্জিত, ঠিক সেই সময়েই সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য সংঘাতের নিরিখে "অপারেশন সিন্দুর"-এর মূল্যায়ন করাটা অত্যন্ত জরুরি। "অপারেশন সিন্দুর"-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সুতীক্ষ্ণ ও নিয়ন্ত্রিত সামরিক শক্তির সুনিশ্চিতপ্রয়োগ। একটি সুপরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য "উত্তেজনার ক্রমপর্যায়" অনুসরণ করে এই যুদ্ধে এমন কিছু সুনির্দিষ্ট কৌশলগত ফলাফল অর্জন করা হয়েছিল, যার সাথে মোদী সরকারের রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলো পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল এবং যার পেছনে ছিল একটি স্পষ্ট "প্রস্থান কৌশল"। পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলোর একেবারে মূলে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে এই সংঘাতের সূচনা করা হয়েছিল। পাশাপাশি, ভারতের প্রাথমিক সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানের জবাবে পাকিস্তান যদি সামরিক পদক্ষেপ নেয়, তবে তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে কঠোর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যও এতে নিহিত ছিল। তবে এগুলি এমন কোনো "সর্বগ্রাসী" বা "সর্বোচ্চবাদী" উদ্দেশ্য ছিল না, যার জন্য ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরে সামরিক শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন হতো। বরং, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের পুনরাবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডের সমুচিত শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে একটি দায়িত্বশীল শক্তি কর্তৃক পরিচালিত এই যুদ্ধটি ছিল একটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট, অগ্রবর্তীমূলক এবং সংযত "জবরদস্তিমূলক অভিযান"।

যদিও ২০১৯ সালে বালাকোটে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে আক্রমণাত্মক বিমানশক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভারত একটি পরীক্ষা চালিয়েছিল, তবুও এবার বাওয়ালপুর ও মুরিদকেতে অবস্থিত যথাক্রমে জইশ-ই-মুহাম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার সদর দপ্তরগুলোতে আঘাত হানার যে সদিচ্ছা ভারত প্রদর্শন করেছে- তা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে ঝুঁকি গ্রহণের এক নতুন প্রবণতা এবং সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতাকেই উন্মোচন করেছে। তবে রাজনৈতিক স্তরে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট স্বচ্ছতা বজায় ছিল এই যে, পাকিস্তানের সামরিক সম্পদের ওপর আরও অধিক ক্ষয়ক্ষতি সাধনের সামরিক সুযোগ থাকলে, একটি বিস্তৃত সংঘাত ভারতের স্বার্থের অনুকূল হবে না। প্রজ্ঞা ও সংযম হলো দায়িত্বশীল রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সামরিক অভিযানের দুটি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। 'অপারেশন সিন্দুর'-এর সময় ভারত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই নীতিদুটি অনুসরণ করেছিল। বিশেষ করে তাদের সামরিক আঘাতের ফলে যেন কোনো 'পার্শক্ষতি' না ঘটে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এবং সামরিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আসা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে। এখন পেছন ফিরে তাকালে মনে হয়, একটি দীর্ঘায়িত ও ব্যাপকতর সংঘাতের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও মানবিক মূল্যমানের তুলনায়, সেই সংঘাত থেকে প্রাপ্ত সুফলগুলো ছিল নিতান্তই নগণ্য। মাত্র চার দিনের মাথায় সংঘাতের ইতি টানার ফলে যে শত শত কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে, তা ভারতের প্রমাণিত অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে আরও জোরদার করেছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সেই সংঘাতের প্রেক্ষাপটে, যেখানে ধারণা করা হয় যে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ২৭ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ ব্যয় করেছে, অথচ সেই সংঘাতের কোনো সমাপ্তি এখনো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

সংঘাত চলাকালীন সময়ে ভারতের বিদ্যমান উচ্চতর প্রতিরক্ষা কাঠামোটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেছিল। অভিযানের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি পর্বে 'কেন্দ্রীভূত ও নির্দেশমূলক নিয়ন্ত্রণ'-এর একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা পরিলক্ষিত হয়েছিল; যার প্রথম স্তরে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত 'ত্রয়ী', এবং দ্বিতীয় স্তরে তাঁদের সহায়তা প্রদান করেছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) ও তিন বাহিনীর প্রধানগণ। এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সুনির্দিষ্ট ও জোরালো কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ বাহিনীর প্রধান এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর সেই লক্ষ্যগুলোর ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত ও কার্যকর অভিযানিক রূপরেখা প্রণয়নের দায়িত্ব তাঁদের ওপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল।

সহস্রাব্দ ধরে যুদ্ধের প্রকৃতিতে বহু পরিবর্তন সাধিত হলেও, কৌটিল্য, সুন জু, ক্লাউজেউইৎজ এবং লিডেল হার্টের মতো প্রাচীন ও আধুনিক সমরবিদদের দ্বারা বর্ণিত যুদ্ধের অধিকাংশ মৌলিক নীতিই কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, 'অপারেশন সিন্দুর'-এ ভারতের সাফল্য যদিও সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক কৌশলের সীমানাকে প্রসারিত করেছিল, তবুও তা সম্ভব হয়েছিল কেবল এই কারণেই যে- ভারত যুদ্ধের এবং সংকটকালীন সিদ্ধান্তগ্রহণের কিছু কালজয়ী ও পরীক্ষিত নীতি কঠোরভাবে মেনে চলেছিল। এই নীতিগুলোর মধ্যে 'লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা বজায় রাখা', 'শক্তির কেন্দ্রীকরণ', 'আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ', 'অপ্রত্যাশিততা', 'কমান্ডের ঐক্য', 'নিরাপত্তা', 'সরলতা', 'মনোবল' এবং 'অভিযোজন ক্ষমতা'- এই বিষয়গুলোই বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

পরিচালনগত স্তরে, ভারতের উদীয়মান "বহু-মাত্রিক" সামরিক কৌশলের প্রধান আক্রমণাত্মক শক্তি বা "তরবারি-বাহু" হিসেবে ভারতীয় বিমানবাহিনীকে (আইএএফ) বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত সাহসী- যা সমসাময়িক সংঘাতের পরিবর্তনশীল রূপকে প্রতিফলিত করে। আর এই পরিবর্তনশীল রূপকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করাপ্রয়োজন। পাকিস্তানের চীন-সরবরাহকৃত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেপাশ কাটিয়ে এবং সেগুলোতে জ্যামিং বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ভারত গত ৭ মে পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডের গভীরে আঘাত হানে। এই অভিযানে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে (পিওজেকে) অবস্থিত ৯টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করা হয় এবং লস্কর-ই- তৈয়বা, জইশ-ই-মুহাম্মদ ও হিজবুল মুজাহিদিনের মূল কেন্দ্রগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ১০ মে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ভারত তাদের অভিযানের পরিধি আরও বিস্তৃত করে এবং ১১টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু বানায়। এই স্থাপনাগুলোর মধ্যে ছিল নূর খান, রফিকি, মুরিদ, সুক্কুর, শিয়ালকোট, পসরুর, চুনিয়ান, সারগোদা, স্কার্দু, ভোলারি এবং জ্যাকোবাবাদ বিমানঘাঁটি। যার ফলে পাকিস্তানের আকাশপথ ও সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতাগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয় বিমানবাহিনীর এই বিমান হামলার তীব্রতা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই বিমানঘাঁটিগুলো এবং সেখানে মোতায়েনকৃত বিমান ও অস্ত্র ব্যবস্থাসমূহের ওপর যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, তা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বিমানঘাঁটিগুলোর ওপর ভারতীয় বিমানবাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট মোট ক্ষতির পরিমাণকেও বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। "অপারেশন সিন্দুর" আরও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, প্রতিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন-নির্ভর কৌশলকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ভারতের সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখন পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা অর্জন করেছে। তবে, ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে কোনো সীমিত পরিসরের সংঘাতে নিজেদের বিমানবহর, অস্ত্রশস্ত্র এবং বিভিন্ন সামরিক ব্যবস্থাগুলোকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে, ভারতীয় বিমানবাহিনীকে অবশ্যই নিরন্তর শিক্ষা ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত মোকাবিলার জন্য অধিকতর সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতার দাবি জানাবে। 'অপারেশন সিন্দুর' চলাকালীন অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে, এমন একটি সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে- যা একান্তভাবেই 'ভারতের নিজস্ব প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক'- বর্তমানে চলমান অনেক সংস্কার ও কাঠামোগত উদ্যোগকে হয়তো পুনরায় ঢেলে সাজাতে হবে। যদিও বিশ্বজুড়ে চলমান সংঘাতগুলো থেকে বেশ কিছু কৌশলগত ও অভিযানিক শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব, তবুও ভারতের অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যেন অন্য কোনো দেশের যুদ্ধকৌশল বা 'টেমপ্লেট' হুবহু গ্রহণ করে সেগুলোকে নিজের কৌশলগত ও অভিযানিক পরিবেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়। উদাহরণস্বরূপ, আকাশপথে পরিচালিত অভিযানে যারা কেবল ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপের পক্ষে মত দেন, তাঁদের অবশ্যই নিজেদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। ভারতের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে বিদ্যমান পরিস্থিতির মতো- যেখানে আকাশপথে উভয় পক্ষের শক্তিমত্তা প্রায় সমানে সমান এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান- সেখানে কেবল 'বহু-ক্ষেত্রিক অভিযান'-ই সাফল্যের মুখ দেখবে। ভারতের সশস্ত্র বাহিনী এক জটিল যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশে- যদিও তা সীমিত পরিসরে- নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। এই পরিস্থিতি তাদের বিচিত্রধর্মী অভিযান পরিচালনার এবং সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের সর্বোত্তম স্বার্থে উপযুক্ত মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি বা প্রত্যাহার করার সুযোগ করে দিয়েছিল। ভারতের কৌশলগত ও জাতীয় 'ডিএনএ' (ডিএনএ) বা স্বকীয় সত্তাটি বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, যা একবিংশ শতাব্দীতে এযাবৎ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলগত পদক্ষেপের এক মিশ্র রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দায়িত্ববোধ ও সংযমের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত এই সত্তায় এখন 'সমগ্র জাতিভিত্তিক' দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'অপারেশন সিন্দুর' ছিল ক্রমশ বিকশিত হতে থাকা এই স্বকীয় সত্তারই একটি বাস্তব রূপ।

(লেখক একজন সামরিক ইতিহাসবিদ এবং কৌশলগত বিশ্লেষক। তিনি নয়াদিল্লির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের 'জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রেসিডেন্টস চেয়ার অফ এক্সিলেন্স'-এর প্রাক্তন পদাধিকারী। বর্তমানে তিনি 'কৌটিল্য স্কুল অফ পাবলিক পলিসি'-তে একজন অ্যাডজাঙ্কট ফ্যাকাল্টি এবং ভারতের সকল ওয়ার কলেজে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসেবে যুক্ত আছেন।)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসমর্থন হারিয়েছেন, শিগগিরই রাজনৈতিক অস্তিত্ব মুছে যাবে: বিজেপির তীব্র আক্রমণ

নয়াদিল্লি, ৬ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে ঘিরে আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়াল বিজেপি নেতৃত্ব। বুধবার একাধিক বিজেপি নেতা দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসমর্থন হারিয়েছেন এবং রাজ্যে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত কমছে।

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের নির্বাচন হেরেছেন, তাঁর দলও হেরেছে। এখন ভয়ে তিনি বলছেন যে তিনি ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করবেন এবং কর্মী হিসেবে কাজ করবেন। কারণ তিনি জানেন, বিজেপি এমন আঘাত হেনেছে যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দলের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।''

অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ প্রবীন খান্ডেলওয়াল মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ না করার মনোভাবের সমালোচনা করে বলেন, ''এরা ফ্যাসিস্ট মানসিকতার মানুষ, যারা সংবিধানকে সম্মান করে না। গণতন্ত্রে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। দেশের মানুষ যে রায় দিয়েছে, তা মেনে নেওয়া উচিত।''

তিনি আরও বলেন, ''ডিএমকের এম. কে. স্টালিন এবং কেরালার পিনারাই বিজয়ন সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেছেন। সেখানে 'আমি পদত্যাগ করব না'এই মনোভাব প্রমাণ করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা চলছে।''

বিজেপির বিহার রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় সরাওগি বলেন, ''তাঁর এই পরাজয় মেনে নেওয়া উচিত। মানুষ স্পষ্টভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি ১৫ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছেন, তাই পরাজয় স্বীকার করা উচিত।''

এদিকে, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সি. আর. কেশবন অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। তিনি বলেন, ''এটি সংবিধানের প্রতি সরাসরি আঘাত এবং ড. বি. আর. আম্বেদকর-এর প্রতি অপমান। তাঁর এই আচরণ এক ধরনের স্বৈরাচারী মানসিকতার পরিচয় দেয়।''

বিজেপি নেতাদের ধারাবাহিক এই আক্রমণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

জাতিগত মন্তব্য মামলায় গ্রেফতারের মুখে কর্নাটকের বিজেপি বিধায়ক বি.পি. হরিশ

বেঙ্গালুরু, ৬ মে (আইএএনএস): জাতিগত মন্তব্যের অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি মামলায় কর্নাটকের বিজেপি বিধায়ক বি.পি. হরিশ-এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে বিশেষ আদালত। এর ফলে তাঁর গ্রেফতারের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আদালত পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে তাঁকে ৭ মে-র মধ্যে আদালতে পেশ করতে।

জানা গেছে, হরিহর টাউন থানায় হরিহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বি.পি. হরিশের বিরুদ্ধে জাতিগত কটূক্তির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরদিনই তিনি দলিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় বিএসপি নেতা হনুমন্তাপ্পা অভিযোগ দায়ের করেন, যার ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়। অভিযোগ রয়েছে, সংরক্ষণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও দলিতরা বিজেপিকে ভোট দেয়নিএমন মন্তব্য করেন হরিশ, পাশাপাশি আরও কিছু বিতর্কিত মন্তব্যও করেন তিনি।

তদন্তে হাজির না হওয়ায় বেঙ্গালুরুর জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ আদালতের বিচারক সন্তোষ গজানন ভাট তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। উল্লেখ্য, ওই মন্তব্যের একটি ভিডিও সেই সময় ভাইরাল হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলা সামনে আসে। আদালত এখন হরিহর থানার পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে দ্রুত হরিশকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করাতে।

দাভানগেরে জেলার হরিহর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে বি.পি. হরিশ বর্তমানে বিজেপির একমাত্র প্রতিনিধি। তিনি সাতবার নির্বাচন লড়েছেন এবং দু'বার জয়ী হয়েছেন। এলাকায় কংগ্রেসের প্রভাবশালী শামানুর পরিবারের রাজনৈতিক প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ জানানো নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম বলে মনে করা হয়।

আদালতের নির্দেশের পর হরিহর থানার পুলিশ সক্রিয় হয়েছে এবং তাঁর গ্রেফতার এখন সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্প-সমর্থিত বিবেক রামস্বামী ওহাইও গভর্নর পদের রিপাবলিকান প্রার্থী নির্বাচিত

নিউ ইয়র্ক, ৬ মে (আইএএনএস): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর সমর্থনপুষ্ট ভারতীয় বংশোদ্ভূত উদ্যোক্তা বিবেক রামস্বামী ওহাইও গভর্নর পদের জন্য রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। তিনি প্রাইমারিতে ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কেসি পুচ-কে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেন।

আগামী নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে রামস্বামীর মুখোমুখি হবেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যামি অ্যাক্টন, যিনি নিজের দলের প্রাইমারিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট পদে রিপাবলিকান মনোনয়নের লড়াইয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও পরে সরে দাঁড়িয়ে তাঁকেই সমর্থন করেন রামস্বামী। পরে ট্রাম্প তাঁকে ইলন মাস্ক-এর সঙ্গে 'ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি'-এর সহ-প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন, যদিও সেই দায়িত্বে তিনি অল্প সময়ই ছিলেন।

রামস্বামী নভেম্বরের নির্বাচনে জিতলে তিনি তৃতীয় ভারতীয়-আমেরিকান গভর্নর হবেন, ববি জিন্দাল এবং নিকি হ্যালি-এর পর। পাশাপাশি, তিনিই প্রথম হিন্দু গভর্নর হতে পারেন।

ওহাইওতে গত ৩৫ বছরে কোনও ডেমোক্র্যাট গভর্নর নির্বাচিত হননি এবং রাজ্যটি রিপাবলিকানদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প এখানে বড় ব্যবধানে জয়ী হওয়ায় রামস্বামীর অবস্থান আরও শক্তিশালী বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে নির্বাচনী প্রচারে তাঁর বিরুদ্ধে বর্ণবাদী মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী কেসি পুচ তাঁর বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে একাধিক আপত্তিকর মন্তব্য করেন, যা নিয়ে সমালোচনা হয়।

৪০ বছর বয়সি রামস্বামী ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ডিগ্রি অর্জন করে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজের কেরিয়ার গড়ে তোলেন। তিনি বায়োটেক সংস্থা রোইভ্যান্ট সায়েন্সেস এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা চেষ্টা করুন প্রতিষ্ঠা করেন। ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলার।

এই জয়ের ফলে নভেম্বরের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের প্রার্থী হিসেবে রামস্বামীর লড়াই এখন রাজনৈতিক মহলে বিশেষ নজর কেড়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০.৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা ভারতীয় সংস্থাগুলির: সার্জিও গর

নয়াদিল্লি, ৬ মে (আইএএনএস): প্রযুক্তি, উৎপাদন এবং ফার্মাসিউটিক্যাল-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০.৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় সংস্থাগুলিএমনটাই জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি জানান, একদিনেই ১২টি ভারতীয় সংস্থা মোট ১.১ বিলিয়ন ডলারের নতুন বিনিয়োগ ঘোষণা করেছে। এই বিনিয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থান তৈরি এবং দুই দেশের মধ্যে সরবরাহ শৃঙ্খল আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গর বলেন, ''এই অংশীদারিত্বগুলি বাস্তব কর্মসংস্থান তৈরি করছে এবং শক্তিশালী সাপ্লাই চেইন গড়ে তুলছে।'' তিনি আরও দাবি করেন, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র দুটি যখন একসঙ্গে ব্যবসা করে, তখন তা উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক হয়।

তিনি এই বিনিয়োগ ঘোষণার পেছনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর অর্থনৈতিক নেতৃত্বকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

তবে যে ১২টি ভারতীয় সংস্থা এই বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে, তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

এদিকে, ভারত-আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্রমেই মজবুত হচ্ছে। বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বসব ক্ষেত্রেই দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ছে।

এর মধ্যেই মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি মার্চ মাসে বেড়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি। ফেব্রুয়ারির তুলনায় ২.৫ বিলিয়ন ডলার বেড়ে তা ৬০.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

মার্চে মার্কিন রপ্তানি বেড়ে ৩২০.৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ফেব্রুয়ারির তুলনায় ৬.২ বিলিয়ন ডলার বেশি। অন্যদিকে আমদানি ৮.৭ বিলিয়ন ডলার বেড়ে ৩৮১.২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

দেশভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, মার্চ মাসে ভারতে মার্কিন রপ্তানি প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন ডলার, আর ভারত থেকে আমদানি হয়েছে প্রায় ৮.৪ বিলিয়ন ডলার।

'মমতা সরকারের শাসন সিপিএমের থেকেও খারাপ', মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর

নন্দীগ্রাম, ৬ মে (আইএএনএস): শুভেন্দু অধিকারী বুধবার দাবি করেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) সরকার তাদের পূর্বসূরি সিপিএম সরকারের থেকেও ''খারাপ''।

নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরদুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হওয়া অধিকারী এদিন নন্দীগ্রামে এসে ভোটারদের ধন্যবাদ জানান। তিনি আইএএনএস-কে বলেন, ''আমি এখানে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি। মানুষ আমাকে দু'বার সাংসদ এবং তিনবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।''

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ২০৭টি আসন পেয়েছে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস ৮০টিতে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির মাধ্যমে। গতবার নন্দীগ্রামের মানুষ আমাকে মুখ্যমন্ত্রীকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছিলেন। এখানকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আজীবন থাকবে।''

তিনি আরও বলেন, ''২০১১ সালে সিপিএমকে সরানো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমরা ভাবিনি যে তার থেকেও খারাপ একটি পরিবারতান্ত্রিক সরকার আসবে। তাই এবার প্রকৃত পরিবর্তন এসেছে। একটি জাতীয়তাবাদী ডাবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় এসেছে, যা উন্নয়ন, অগ্রগতি ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।''

আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে অধিকারী বলেন, ''যারা দুষ্কৃতী ও গুন্ডামি করবে, তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে না।''

তিনি জানান, আপাতত দু'দিনের জন্য বিজয় মিছিল স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছেন।

অভিযোগ করে তিনি বলেন, ''আমাদের দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে ৫০০-র বেশি এফআইআর করা হয়েছে এবং ৪০০ কর্মীকে জেলে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের উপর ব্যাপক অত্যাচার হয়েছে। আমি সকলকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছি। আইন অনুযায়ী যা করার, নতুন বিজেপি সরকারই করবে।''

তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার গঠনের পর পুলিশের অনুমতি নিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।

অধিকারী আশা প্রকাশ করেন, নতুন সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগে এক মাসের মধ্যেই বাংলার মানুষ পরিবর্তন অনুভব করবেন।

তিনি জানান, বিজেপির বিপুল জয়ের পর দলের লক্ষ্য হবে নরেন্দ্র মোদি-র দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষিত ইশতেহার বাস্তবায়ন করা।

তিনি বলেন, ''বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষিত করা হবে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে, যাতে তাঁরা যে কোনও সময় নিশ্চিন্তে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেন।''

এক রাজ্যপাল, দুই ম্যান্ডেট: তামিলনাড়ু-কেরলে অর্লেকারের সাংবিধানিক পরীক্ষা

তিরুবনন্তপুরম, ৬ মে (আইএএনএস): ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই কেরল ও তামিলনাড়ুদুই রাজ্যে একসঙ্গে সাংবিধানিক ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন রাজ্যপাল রাজেন্দ্র ভি. অর্লেকার।

কেরলের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি তামিলনাড়ুর অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাচ্ছেন তিনি। ফলে দুই রাজ্যে সরকার গঠনের প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে এখন তিনিই।

কেরলে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) নিরঙ্কুশ জনাদেশ পেয়েছে। ফলে কাকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো হবে, তা নিয়ে কোনও জটিলতা নেই। এখানে রাজ্যপালের ভূমিকা মূলত প্রথাগতসংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করা। খুব শীঘ্রই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর পরিস্থিতি অনেক বেশি জটিল। এখানে ফলাফল স্পষ্ট নয়, ফলে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের বিবেচনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জোট, বিধায়কদের সমর্থন এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়াসবকিছুই বিবেচনায় নিতে হতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে বুধবার অর্লেকারের চেন্নাই সফরের কথা রয়েছে। এই সফর শুধু প্রশাসনিক নয়, বরং রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে।

একই সময়ে দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া তদারকি করা একটি বিরল পরিস্থিতি, যা অর্লেকারকে এক বিশেষ ও চ্যালেঞ্জিং অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে।

কেরল যেখানে দ্রুত সরকার গঠনের পথে এগোচ্ছে, সেখানে তামিলনাড়ু এখনও স্পষ্টতার অপেক্ষায়। ফলে রাজ্যপালের দপ্তর এখন নজরের কেন্দ্রেযেখানে একদিকে সংবিধান মেনে চলার দায়িত্ব, অন্যদিকে রাজনৈতিক জটিলতা সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

কলকাতা বিমানবন্দরে পিস্তলের ম্যাগাজিন-কার্তুজ উদ্ধার মামলায় ৭ মাস পর গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর

কলকাতা, ৬ মে (আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত পূজালি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর আমিরুল শেখ ইসলাম-কে পুরনো এক মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্ট ১৯৫৯ অনুযায়ী মামলা রুজু হয়েছে।গত বছরের ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ বিমানে ওঠার সময় তাঁর ব্যাগ স্ক্যানিংয়ে একটি ম্যাগাজিন ও ছ'টি গুলি ধরা পড়ে। এরপর তাঁকে আটক করা হয়।তখন তিনি দাবি করেছিলেন, সংশ্লিষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র বহনের জন্য তাঁর বৈধ লাইসেন্স ও অনুমোদনের নথি রয়েছে। যদিও সেই সময় তিনি নথি সঙ্গে রাখেননি এবং পরে জমা দেবেন বলে আশ্বাস দেন।কিন্তু পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিকবার নোটিস দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও সেই নথি জমা দেননি।

শেষমেশ বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর দায়ের করে গ্রেফতার করা হয়।তদন্তকারী এক আধিকারিক বলেন, ''তাঁকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছিল নথি জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তা করতে ব্যর্থ হন। তাই নতুন মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয় এবং সেই ভিত্তিতেই আজ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।''উল্লেখ্য, গত বছরের ঘটনায় শুধুমাত্র মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে পুলিশকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল। অনেকেই অভিযোগ তুলেছিলেন, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তাঁকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত ওই মামলায় গ্রেফতার এড়াতে পারেননি ওই তৃণমূল কাউন্সিলর।

বিজয় মিছিলে জেসিবি ব্যবহার নয় ভাড়া দিলে মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: কলকাতা পুলিশ কমিশনার

কলকাতা, ৬ মে (আইএএনএস): অজয় নন্দ বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বিজয় মিছিলে জেসিবি ব্যবহার করা যাবে না। কেউ জেসিবি ভাড়া দিলে সংশ্লিষ্ট মালিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নির্বাচন-পরবর্তী অশান্তির খবর পাওয়ার পর এদিন লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশ কমিশনার। তিনি জানান, বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানান। পাশাপাশি দায়িত্বে গাফিলতির ক্ষেত্রে পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেন।

পুলিশ কমিশনার বলেন, ''ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সেই শান্তি বজায় রাখতে হবে। কেউ গুজবে কান দেবেন না।''

তিনি আরও জানান, উস্কানিমূলক বা অতিরিক্ত কোনও কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর কথায়, ''কোনও মিছিলে জেসিবি ব্যবহার করা যাবে না। জেসিবি ভাড়া দিলে মালিকদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' একইসঙ্গে বিজয় মিছিল বের করার আগে পুলিশের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক বলেও তিনি নির্দেশ দেন।

কোনও সমস্যায় পড়লে সরাসরি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শও দেন তিনি।

অজয় নন্দ জানান, সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে এখনও ৬৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা সামনে এসেছে। ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকায় জেসিবি ব্যবহার করে একটি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় ও কয়েকটি দোকান ভাঙার ঘটনাও সামনে এসেছে।

এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা রুখতে কঠোর বার্তা দিল কলকাতা পুলিশ।

বিশ্বে উদ্ভাবন ও প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে দ্রুত এগোচ্ছে ভারত: ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট তো লাম

নয়াদিল্লি, ৬ মে (আইএএনএস): ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট তো লাম বুধবার ভারতের উত্থানকে ''বিশ্বে প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র'' হিসেবে উল্লেখ করে প্রশংসা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, ভারত ও ভিয়েতনাম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে তো লাম বলেন, ''ভারতের দ্রুত অগ্রগতিতে আমি মুগ্ধ। ভারত বিশ্বে প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ও আমার মধ্যে অত্যন্ত সফল আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের ৫০ বছরের সম্পর্ক এবং ১০ বছরের সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিই।''

তিনি জানান, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে গভীর মতবিনিময় হয়েছে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে উচ্চস্তরের সমঝোতায় পৌঁছানো গেছে।

তো লাম বলেন, ভারত ও ভিয়েতনাম প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতাকে একটি ''কৌশলগত স্তম্ভ''-এ উন্নীত করতে সম্মত হয়েছে, যা আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

তিনি আরও জানান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল রূপান্তর দুই দেশের সহযোগিতার নতুন চালিকাশক্তি হবে। পাশাপাশি বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের জন্য ভ্যালু চেইন সংযোগ, বাজারে প্রবেশাধিকারের বিস্তার এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মঞ্চে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করবে বলেও জানান তিনি। তাঁর কথায়, ''শান্তি, স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন বজায় রাখতে আমরা আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ সনদ এবং মৌলিক নীতির ভিত্তিতে কাজ করব।''তিনি ভারতের জনগণ ও সরকারের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তো লাম আরও বলেন, বহুপাক্ষিক মঞ্চে ভারতের বৃহত্তর ভূমিকার প্রতি ভিয়েতনাম সমর্থন জানায় এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নয়াদিল্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

পাঞ্জাবের যুগ্ম বিস্ফোরণে আইএসআই যোগের সন্দেহ, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর বর্ষপূর্তির আগে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ৬ মে (আইএএনএস): পাঞ্জাবের অমৃতসর ও জালন্ধরে সাম্প্রতিক যুগ্ম বিস্ফোরণের ঘটনায় পাকিস্তান-ভিত্তিক আইএসআই-এর যোগ থাকতে পারে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। তদন্তকারী সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) সূত্রে জানা গিয়েছে, আইএসআই-সমর্থিত হ্যান্ডলারদের নির্দেশেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে সন্দেহ।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের সময় নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর বর্ষপূর্তির কয়েকদিন আগেই এই হামলা ঘটানো হয়েছে। ৭ মে পরিচালিত ওই অভিযানে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ও পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে বড়সড় আঘাত হেনেছিল।

তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, এই বিস্ফোরণের মাধ্যমে পাকিস্তান ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বার্তা দিতে চেয়েছে যে তারা এখনও হামলা চালাতে সক্ষম। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোই ছিল বড় উদ্দেশ্য।

এছাড়া, পাঞ্জাবে খালিস্তান আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টায় আইএসআই সক্রিয় বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে। এজন্য স্থানীয়ভাবে প্রভাবিত বা উগ্রপন্থায় আকৃষ্ট যুবকদের ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

এক আধিকারিকের মতে, এই কৌশলের অংশ হিসেবে কম তীব্রতার বিস্ফোরণ বারবার ঘটিয়ে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা চলছে। এতে কম অস্ত্র লাগে এবং ধরা পড়ার সম্ভাবনাও তুলনামূলক কম থাকে।

গোয়েন্দা ব্যুরোর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পাঞ্জাব পুলিশের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ আগামী দিনে এ ধরনের ঘটনা বাড়তে পারে। আইএসআই আপাতত জম্মু ও কাশ্মীর থেকে নজর ঘুরিয়ে পাঞ্জাবে সক্রিয়তা বাড়াতে চাইছে বলেও সন্দেহ।

তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, স্থানীয় ছোট ছোট সেল তৈরি করে এই ধরনের হামলা চালানো হচ্ছে। অভিযুক্তদের একবার হামলা চালিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যেতে বলা হয় এবং কিছুদিন পর নতুন নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৮ এপ্রিল পটিয়ালা পুলিশ আইএসআই-সমর্থিত একটি মডিউল ভেঙে দেয়। সেই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়, যারা রেললাইনে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করছিল বলে অভিযোগ।

এনআইএ এখন এই ঘটনার বিস্তৃত দিকগুলি খতিয়ে দেখছে এবং আইএসআই-এর সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ভারত-ভিয়েতনাম প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় নতুন গতি আনতে জোর, বৈঠকে রাজনাথ সিং ও ফান ভ্যান জিয়াং

নয়াদিল্লি, ৬ মে (আইএএনএস): ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করতে গুরুত্ব দেওয়া হল বুধবারের উচ্চস্তরের বৈঠকে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নয়াদিল্লিতে ভিয়েতনামের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফান ভ্যান জিয়াং-এর সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকের পর রাজনাথ সিং জানান, দুই দেশের দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বকে গভীর করতে ভারত প্রস্তুত। তিনি বলেন, ''ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় আরও গতি আনার ওপর আলোচনা হয়েছে। সাম্প্রতিক অগ্রগতি আমাদের সম্পর্কের ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে।''

এর আগে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট তো লাম নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে বৈঠক করেন। সেখানে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সামুদ্রিক সহযোগিতা, মহাকাশ, নবীকরণযোগ্য শক্তি, সংস্কৃতি এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'এনহ্যান্সড কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এ উন্নীত করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া ভিয়েতনাম ইন্দো-প্যাসিফিক ওশানস ইনিশিয়েটিভ (আইপিওআই)-তে যোগ দিয়েছে। ভারত মাই সন মন্দির কমপ্লেক্সে একটি সাইট ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার গড়ে তুলতে সহায়তার কথাও ঘোষণা করেছে। ভারতীয় আঙুর এবং ভিয়েতনামের ডুরিয়ানের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকারের বিষয়েও দুই দেশ একমত হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, এই বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট তো লাম তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর এই প্রথম ভারত সফরে এসেছেন। তিন দিনের এই রাষ্ট্রীয় সফর ভারত-ভিয়েতনাম সম্পর্কের ১০ বছর পূর্তির বিশেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হার্ট সুস্থ রাখতে রোজ খান লাল রঙের পাঁচ ফল-সব্জি

পাতে যত বেশি রঙিন শাকসব্জি থাকবে, তত ভালো। সব্জি মানেই তাতে ফাইবার, ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। ইমিউনিটি বাড়াতে এবং প্রদাহ কমাতে সব্জি-ফলের জুড়ি নেই। তবে হার্টের সমস্যা এড়াতে হলে লাল রঙের ফল-সব্জিই উপকারী। এমনটা বলছেন চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদরা। কিন্তু কেন? লাল রঙের ফল ও সব্জিতে এমন কী উপাদান রয়েছে? আসলে লাল রঙের ফল ও সব্জিতে লাইকোপেন, অ্যান্থোসিয়ানিন ও ফ্ল্যাভনয়েডের মতো উপাদান রয়েছে। এই অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলো কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত করে, প্রদাহ কমায় এবং রক্তনালির স্বাস্থ্য বজায় রাখে। ইউএস ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের গবেষণা অনুযায়ী, লাল রঙের ফল ও সব্জি কার্ডিয়োভাস্কুলার রোগের ঝুঁকি কমায়। কিন্তু কোন ফল-সব্জিগুলো খাবেন?

টম্যাটো--- রোজের খাবারে যদি লাইকোপেন, অ্যান্থোসিয়ানিন ও ফ্ল্যাভনয়েডের মতো উপাদান রাখতে চান, তা হলে টম্যাটো খান। ঝোল-তরকারি থেকে স্যালাড, যে কোনও উপায়ে টম্যাটো খেতে পারেন। কাঁচা টম্যাটো খেলে সবচেয়ে ভালো উপকার মেলে। এই ফল কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

তরমুজ--- এই গ্রীষ্মকালীন ফল স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তরমুজ শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার পাশাপাশি হার্টে রক্ত সঞ্চালনও সচল রাখে। এই ফলে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

বেদানা--- রোজের খাদ্যতালিকায় এক বাটি করে বেদানাও রাখতে পারেন। এই ফল রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমায়। তা ছাড়া এতে পলিফেনল রয়েছে, যা আর্টারিতে প্লাক জমতে দেয় না। পাশাপাশি রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং রক্ত চলাচল সচল রাখে।

বিটরুট--- বিটের মধ্যে নাইট্রেট রয়েছে, যা শরীরে পৌঁছে নাইট্রিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটি রক্তনালিগুলোকে শিথিল রাখে এবং রক্ত চলাচল সচল রাখে। এর জেরে রক্তচাপও বশে থাকে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

লাল ক্যাপসিকাম--- লাল ক্যাপসিকাম বা বেলপেপারও হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন সি ও বিটা-ক্যারোটিন রয়েছে। এই উপাদানগুলো প্রদাহ কমায় এবং হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করে। এই ফল-সব্জিগুলো ছাড়াও চেরি, স্ট্রবেরি, লাল শাকের মতো ফল-সব্জিও খেতে পারেন।

ব্লু বেবি সিনড্রোম কী

শিশুর জন্মের পর প্রথম কয়েক সেকেন্ডই সবচেয়ে আনন্দের বিশেষ করে যখন নবজাতকের প্রথম কান্না শোনা যায়। ফুটফুটে হাত-পা, ছোট্ট শিশু, দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। কিন্তু একবার ভাবুন করুন, শিশুর ত্বক যদি স্বাভাবিক গোলাপি না হয়ে নীলচে দেখায়! বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবেই ভয়ের কারণ। জন্মের ঠিক পরে এমন দেখা দিলে তাকে বলে 'ব্লু বেবি সিনড্রোম'। এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রাথমিক লক্ষণগুলি জানা থাকলে সময় মতো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব।

১. ব্লু বেবি সিনড্রোম কী?— ব্লু বেবি সিনড্রোম এমন এক অবস্থা, যেখানে শিশুর ত্বক, ঠোঁট বা নখ নীলচে হয়ে যায়, কারণ রক্তে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকে না। এর সবচেয়ে সাধারণ কারণ জন্মগত হৃদরোগ । অর্থাৎ, শিশুর হৃদযন্ত্রে জন্মের আগেই কিছু ত্রুটি তৈরি হয়, যার ফলে শরীরে সর্বত্র ঠিক মতো অক্সিজেন পৌঁছতে পারে না।

ভারতে এই ধরনের জন্মগত হৃদরোগ খুব একটা বিরল নয়। প্রতি ১,০০০ নবজাতকের মধ্যে প্রায় ৮ থেকে ১০ জন এই সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। এর মধ্যে একটি বড় অংশের ক্ষেত্রে সায়ানোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ দেখা যায়, যা শরীরে নীলচে ভাবের সৃষ্টি করে।

২. কোন লক্ষণ দেখলে সতর্ক হবেন?— এই ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কিছু লক্ষণের দিকে বিশেষ নজর রাখা জরুরি। যেমন শিশুর ঠোঁট, জিভ বা আঙুল নীলচে হয়ে যাওয়া, দ্রুত বা কষ্ট করে শ্বাস নেওয়া, খাওয়ার সময় সমস্যা হওয়া বা অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, ওজন না বাড়া বা কমে যাওয়া, এবং অস্বাভাবিক ঘুমঘুম ভাব বা নিস্তেজ ভাব। কখনও কখনও শিশুর শরীর হঠাৎ নীল হয়ে যায়, দ্রুত শ্বাস নেয় বা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এসবই জরুরি অবস্থা, প্রয়োজন দ্রুত চিকিৎসার।

৩. কখন দেখা যায় এই লক্ষণ?— কোনও ক্ষেত্রে জন্মের পরপরই দেখা যেতে পারে এই সমস্যা। সে ক্ষেত্রে হাসপাতালে থাকলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করা সম্ভব হয়। কিন্তু, মনে রাখতে হবে সব শিশুর ক্ষেত্রে এই লক্ষণ জন্মের পরই দেখা যায় না। অনেক সময় কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ পরেও উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পরও অভিভাবকদের সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. কী ভাবে চিকিৎসা হয়?— চিকিৎসার ক্ষেত্রে বর্তমানে অনেক উন্নতি হয়েছে। রোগের ধরন অনুযায়ী ওষুধ, ক্যাথেটার পদ্ধতি বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। আধুনিক শিশু হৃদরোগ চিকিৎসার ফলে এখন বেশিরভাগ শিশুই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। এই রোগটি শুনতে ভয়ঙ্কর হলেও সঠিক সময়ে শনাক্ত ও চিকিৎসা করলে পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব।

কী কী খেলে দিনভর থাকবে এনার্জি?

সকালে উঠে অফিস যাওয়ার তাড়ায় আর অন্য কোনও দিকে মন দেওয়ার সময় থাকে না। এমনকি কখনও কখনও বাদ পরে যায় জলখাবারও। কখনও শুধু চা-বিস্কুট খেয়েই বেরিয়ে যান অনেকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অভ্যাসই আপনার সারাদিনের ক্লান্তি, ঝিমুনি এবং এনার্জির ওঠানামার অন্যতম বড় কারণ। কেমন হওয়া উচিত ভারতীয়দের জলখাবার? কী মত বিশেষজ্ঞদের? ১. ব্রেকফাস্ট কেমন হওয়া উচিত? এখানে একটা বিষয় প্রথমেই বোঝা প্রয়োজন, ব্রেকফাস্ট মানে শুধু পেট ভরানো নয়, বরং এমন খাবার খাওয়া দরকার যা শরীরে ধীরে ধীরে শক্তি সরবরাহ করবে। চিকিৎসকের মতে, একটি সঠিক ব্রেকফাস্টে থাকতে হবে চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রোটিন, জটিল কার্বোহাইড্রেট, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং ফাইবার। এই চারটির সঠিক মিশ্রণ শরীরে গ্লুকোজ ধীরে ছাড়ে, ফলে হঠাৎ করে এনার্জি বাড়া বা কমার সমস্যা হয় না। এতে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে এবং মনোযোগও বজায় থাকে। ২. কী খেতে পারেন? --- ভারতীয় ঘরেই সহজে পাওয়া যায় এমন অনেক খাবার এই দিক

থেকে আদর্শ। যেমন সব্জি দিয়ে পোহা, সব্জির উপমা, ইডলি-সাম্বার, দই সহযোগে স্টাফড রুটি, ডিম সেদ্ধ, পনির বা স্প্রাউটস। এগুলো শুধু পুষ্টিকরই নয়, বরং শরীরে স্থির শক্তি জোগায়। এখানে প্রোটিনের ভূমিকা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি হজমের গতি কমায় এবং দীর্ঘ সময় এনার্জি ধরে রাখতে সাহায্য করে। এমনকি অল্প কিছু বাদাম বা ডিম যোগ করলেও ব্রেকফাস্টের গুণগত মান অনেক বেড়ে যায়। ফল খাওয়া ভালো হলেও সেটি একা খেলে চলবে না। ফলের সঙ্গে প্রোটিন বা ফাইবার যুক্ত করা জরুরি, নইলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বেড়ে গিয়ে পরে হঠাৎ কমে যেতে পারেযা ক্লান্তির কারণ।

৩. কোন ভুল এড়িয়ে চলতে হবে? এছাড়া কিছু সাধারণ ভুলও আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। যেমন ব্রেকফাস্ট বাদ দেওয়া, শুধু চা বা কফির ওপর নির্ভর করা, অথবা প্যাকেটজাত খাবার খাওয়া। এগুলো সাময়িক শক্তি জোগালেও শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দেয় না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময় মতো খাওয়া। ঘুম থেকে ওঠার ১—২ ঘণ্টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট করলে মেটাবলিজম সক্রিয় হয় এবং সারাদিনের এনার্জি লেভেল ভালো থাকে। দিনের শুরুটা যদি সঠিক ভাবে করা যায়, তাহলে ক্লান্তি, অতিরিক্ত খিদে এবং এনার্জি ক্র্যাশ অনেকটাই এড়ানো সম্ভব। তাই ট্রেন্ডি খাবার নয়, বরং ঘরোয়া, সুষম এবং পুষ্টিকর ব্রেকফাস্টই হতে পারে সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি।

ঘরে বসেও ভুগতে পারেন হাঁপানিতে

হাঁপানির রোগীদের সারা বছর সাবধানে থাকতে হয়। শুধু যে শীতকালেই কষ্ট বাড়ে, এমনটা হয়। যে হারে দূষণের মাত্রা বেড়েছে, তাতে হাঁপানির সমস্যা থেকে নিস্তার নেই। তাই চিকিৎসকেরা আজকাল সারাবছর মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কিন্তু শুধু যে রাস্তায় বেরোলেই হাঁপানির সমস্যা হতে পারে, এমনটা নয়। অনেক সময়ে ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আস্থমার কারণ। বাড়ির ভিতরেও এমন অনেক জিনিস রয়েছে, যার সংস্পর্শে এলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। বহু মানুষ এই বিষয়গুলো উপেক্ষা করে যান। আজ বিশ্ব আস্থমা দিবসে চিনে নিন সেই ট্রিগার পয়েন্টগুলো।

ডাস্ট মাইট

একে ধূলিকণা বলাই ভালো। কিন্তু এগুলো আদতে এক ধরনের অত্যন্ত ক্ষুদ্র পোকা। এগুলো বিছানা, বালিশে থাকে। মানুষের ত্বকের মৃত কোষ খেয়ে এগুলো বেঁচে থাকে। কিন্তু এগুলো আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ে শরীরে প্রবেশ করে এবং শ্বাসকষ্ট ও কাশির সমস্যা বাড়ায়। এই সমস্যা এড়াতে সপ্তাহে অন্তত একবার বিছানার চাদর, বালিশের কভার, সোফার কভার বদলে ফেলা উচিত।

ধূপকাঠি এবং মশা তাড়ানোর কয়েল--- মশার হাত থেকে বাঁচতে কয়েল অনেকেই ব্যবহার করেন। আবার কেউ ধূপকাঠি জ্বালিয়ে পুজো করেন। আবার অনেকে সুগন্ধি মোমবাতি জ্বালিয়ে অন্দরমহল সাজিয়ে তোলেন। কিন্তু বাড়িতে আস্থমার রোগী থাকলে এগুলোর কোনওটাই করা চলবে না। এগুলোর ধোঁয়া সিগারেটের ধোঁয়ার মতোই ক্ষতিকর। এ ছাড়া পারফিউম, ক্লিনিন স্প্রে বা নতুন রঙের কড়া গন্ধও শ্বাসনালিতে প্রভাব ফেলে। এই সমস্যা এড়াতে এবং মশা তাড়াতে ইলেকট্রিক রিপেলেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে যেন বায়ু চলাচল করে, সে দিকে খেয়াল রাখুন।

পোষ্যের লোম

যাঁদের বাড়িতে কুকুর, বিড়াল, পাখি রয়েছে, তাঁদের ঘরে এদিক-ওদিক লোম-পালক পড়ে থাকে। এগুলো কখনও খাবারের সঙ্গে, আবার কখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গেও শরীরে প্রবেশ করে। এখান থেকেই হাঁপানি ও অ্যালার্জির সমস্যা বাড়ে। হাঁপানির রোগীদের বাড়িতে পোষ্য না রাখাই ভালো। আর যদি রাখেন, তা হলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে বাড়ে সমস্যা

স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে হাঁপানির রোগীদের সমস্যা বাড়ে। অনেক সময়ে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। তাই ঘর সব সময়ে শুষ্ক রাখার চেষ্টা করুন। পাশাপাশি ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচল সচল রাখতে হবে। আবার অনেক সময়ে জামাকাপড়ের ডিটারজেন্টও শ্বাসনালির উপর প্রভাব ফেলে। তাই জামাকাপড় কাচার সময়েও সতর্ক থাকুন।

গরম পড়তেই ঘামের দুর্গন্ধে অস্থির জীবন

বুধবার সকাল থেকেই চড়া রোদ। ঘামে ভিজে যাচ্ছে শরীর। আসলে গরমে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে ঘাম হওয়াটা খুব স্বাভাবিক বিষয়। একদিকে থেকে তা শরীরের জন্য ভালোই। কিন্তু সমস্যা হলো ঘামের সঙ্গে দুর্গন্ধ। অফিস, বাস বা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে যদি শরীর থেকে বাজে গন্ধ আসে, তাহলে তা শুধু নিজের জন্যই নয়, আশপাশের মানুষের জন্যও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে নিজের লজ্জার শেষ থাকে না।

১. কেন ঘামে দুর্গন্ধ হয়?

অনেকেই ভাবেন ঘাম থেকেই এই গন্ধ তৈরি হয়, কিন্তু আসলে এর নেপথ্যে আমাদের ত্বকের উপর থাকা ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো ঘামের সঙ্গে মিশে দুর্গন্ধ তৈরি করে। তবে কিছু সহজ ঘরোয়া উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

২. লেবুর টোটকা

লেবুতে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টি- ব্যাকটেরিয়াল গুণ, যা ঘামের গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে নষ্ট করতে সাহায্য করে। স্নানের আগে অর্ধেক লেবু বগল বা পায়ের তলায় ঘষে নিন। ১০ মিনিট পরে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দিনে একবার ব্যবহার করলেই উপকার পাবেন। তবে যদি ত্বক খুব সংবেদনশীল হয় বা কোথাও কাটা থাকে, তাহলে লেবু ব্যবহার না করাই ভালো।

৩. গোলাপজল--- গোলাপজলও এই ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। এটি ত্বককে ঠান্ডা রাখে এবং দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে। এক চামচ গোলাপজলের সঙ্গে অল্প ফিটকিরির গুঁড়ো মিশিয়ে তুলোর সাহায্যে বগল, ঘাড়ে বা পায়ে লাগাতে পারেন। বিশেষ করে স্নানের পর দিনে দুইবার ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৪. বেকিং সোডা

বেকিং সোডা আরেকটি সহজ উপায়। এটি শরীরের পিএইচের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া কমায়। এক চিমটে বেকিং সোডার সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এটি যেখানে বেশি ঘাম হয় সেখানে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু'বার ব্যবহার করলেই যথেষ্ট।

৫. নারকেল তেল

নারকেল তেলও এই সমস্যায় উপকারী। এতে থাকা লরিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং ত্বককে ময়েশ্চারাইজ রাখে। স্নানের পর অল্প নারকেল তেল বগল বা ঘাম হওয়া জায়গায় লাগাতে পারেন। চাইলে এর সঙ্গে কয়েক ফোঁটা টি ট্রি অয়েলও মিশিয়ে নিতে পারেন।

৬. ঘামের দুর্গন্ধ কাটানোর টোটকা

গরমে ঘাম হওয়া স্বাভাবিক হলেও তার দুর্গন্ধ সহ্য করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। এই সহজ ঘরোয়া উপায়গুলি ব্যবহার করে খুব সহজেই নিজেকে সতেজ রাখতে পারেন। ডিওডোরেন্টের উপর নির্ভর না করে, ঘরের সাধারণ উপকরণ দিয়েই মিলতে পারে এই সমস্যার সমাধান।

গরমে আমপোড়া শরবত শরীর ঠান্ডা করে

আমপোড়া শরবত হোক বা আম দিয়ে টক ডাল আর চাটনি কিংবা নুন-লঙ্কা মাখানো কাঁচামিঠে আম গরমের দিনে মন ভালো করা খাবার এগুলো। যতই সারাবছর কাঁচা আম পাওয়া যায়, এই মরশুমের এর চাহিদা একেবারেই আলাদা। কাঁচা আমের মিষ্টি গন্ধেই মনে ভরে যায়। কিন্তু এই মরশুমে কাঁচা আমে খেলে আদৌ কি কোনও লাভ হয়? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

শরীরকে টক্সিনমুক্ত রাখে— কাঁচা আম শরীরে জমে থাকা টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে। আমের মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও প্রদাহ কমায় এবং ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি প্রতিরোধ করে। আম হলো ভিটামিন সি-এর ভাণ্ডার। দেহের দৈনিক ভিটামিন সি-র চাহিদার ৬০ শতাংশ পূরণ করে একটা কাঁচা আম। আর শরীরে ভিটামিন সি পর্যাপ্ত মাত্রায় থাকলেই সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবেন।

শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে--- আমপোড়ার শরবত গ্রীষ্মকালের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শরবত শরীরে জলের চাহিদা মেটায়। আর আমের মধ্যে থাকা মিনারেল শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখে। শরীরকে ঠান্ডা রাখে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকী হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে কাঁচা আম। লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী কাঁচা আমে লুপেয়োল নামের একটি উপাদান রয়েছে, যা লিভারকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচায়। লিভারের কার্যকারিতাকে উন্নত করে শরীরকে দূষণমুক্ত করে কাঁচা আম। এ ছাড়া হজমের গণ্ডগোল থেকেও মুক্তি দেয়। কাঁচা আমে থাকা ডায়জেস্টিভ এনজাইম কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, অ্যাসিডিটির সমস্যা দূরে রাখে। সব মিলিয়ে মেটাবলিজম সচল থাকে এবং ফ্যাটি লিভারের সমস্যা দেখা দেয় না। দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য— দাঁতের ক্ষয় প্রতিরোধে কাঁচা আমের জুড়ি মেলা ভার। আমের মধ্যে ভিটামিন সি রয়েছে, যা মাড়ির স্বাস্থ্য বজায় রাখে। আমের মধ্যে থাকা ক্যালশিয়াম দাঁতের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। এমনকী মুখের দুর্গন্ধও দূর করে কাঁচা আম। এ ছাড়া কাঁচা আমে থাকা ভিটামিন সি, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন কে ত্বক, চুল এবং চোখের স্বাস্থ্যের জন্যও উপযোগী।

রক্তের অসুখ— কাঁচা আমের মধ্যে থাকা ভিটামিন সি আয়রন শোষণে সাহায্য করে। এর জেরে রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমে। এ ছাড়া রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা, হেমোফিলিয়ার মতো রক্তের অসুখও দূরে রাখে।

এ ছাড়া এই ফল রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। ওজন নিয়ন্ত্রণ ওজন কমাতে চাইলে পাকা আমের চেয়ে কাঁচা আম খাওয়া ভালো। কাঁচা আমে ক্যালোরি কম। শর্করাও খুব বেশি থাকে না। তবে ফাইবার এবং অন্যান্য পুষ্টি রয়েছে। তাই কাঁচা আম খেলে ওজন বৃদ্ধির আশঙ্কা নেই। সর্বোপরি সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করে কাঁচা আম।

রোদে বেরিয়ে হঠাৎ শরীর খারাপ ! হিট স্ট্রোক নাকি ডিহাইড্রেশন

হিট স্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশনতীব্র গরমে এই দুই সমস্যাই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কাঠফাটা রোদে ঘুরলে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। আবার অত্যধিক ঘাম হলে শরীর জলশূন্য হয়ে যায়। এই দুই সমস্যা দেখা দিলে শরীরে তীব্র অস্বস্তি তৈরি হয়। কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারেন না, এই সমস্যা ডিহাইড্রেশনের নাকি হিট স্ট্রোকের। আর এই দ্বন্দ্বের পড়ে কী করা উচিত, সেটাও অনেকেরই অজানা। তাই হিট স্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, কোন সমস্যায় কী ব্যবস্থা নেবেন, জেনে নিন।

হিট স্ট্রোক কতটা মারাত্মক হতে পারে? গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশি ভয় হিট স্ট্রোকের। আচমকায় দেখা দেয় হিট স্ট্রোক। তখন হঠাৎ করেই শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে যায়। তখন রক্তনালি প্রসারিত হয়ে যায়। আর অতিরিক্ত তাপমাত্রা শরীর থেকে বেরোতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই রোগীর প্রত্যঙ্গগুলি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। অনেক সময়ে রোগী অজ্ঞানও হয়ে যায়। এই হিট স্ট্রোক অনেক সময়ে এতটাই মারাত্মক হয় যে রোগীর প্রাণসংশয়ের ঝুঁকি তৈরি হয়। এই হিট স্ট্রোক শুধুই যে রোদে বেরিয়ে হবে, এমনটা নয়। অত্যধিক গরমে রাতেরও এমনটা ঘটতে পারে।

হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো কী কী? হিট স্ট্রোক হলে হঠাৎ করে পেশিতে খিঁচুনি শুরু হয়। শরীর অত্যধিক গরম হয়ে যায়। শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং শরীরজুড়ে অস্বস্তি কাজ করে। অনেক সময়ে রোগী চোখে অন্ধকার দেখে এবং অজ্ঞান হয়ে যায়। কারও কারও বমিও হয়। গরমকালে কখন ডিহাইড্রেশন দেখা দেয়?

শরীরে জলের ঘাটতি হলেই ডিহাইড্রেশনে ভুগতে পারেন। অত্যধিক গরমে শরীরে প্রচণ্ড ঘাম হয়। সেই ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে জল ও খনিজ বেরিয়ে যায়। তখন শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। তখন এই সময়ে পর্যাপ্ত জল, ওআরএস-এর জল, নুন-চিনির জল কিংবা লেবুর জল খেলে শরীর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ডিহাইড্রেশন হলে বুঝেবন কী ভাবে? ডিহাইড্রেশনের লক্ষণগুলো হিট স্ট্রোকের চেয়ে খুব একটা আলাদা নয়। তবে ডিহাইড্রেশন হলে শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে না। বরং, ঠোঁট ও মুখের চারপাশ শুকিয়ে যায়। প্রবল ঘাম হয় এবং শরীরজুড়ে ক্লান্তি কাজ করে। জলের অভাবে কারও কারও তীব্র মাথা ব্যথা হয়। হিট স্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশন কখন হয়? গরমকালে পর্যাপ্ত জল না খেলেই শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়বে। ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে জল বা ওআরএস খেলে শরীর

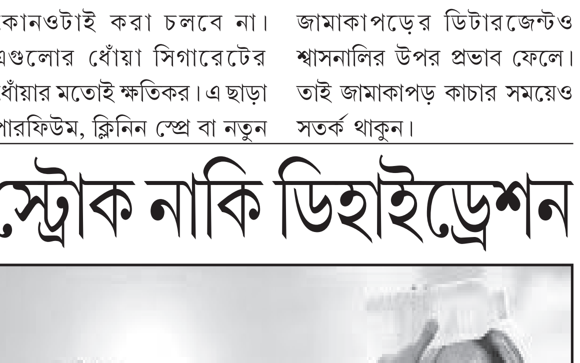

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যায়। এই মরশুমে ঘন ঘন জল এবং স্বাস্থ্যকর পানীয় খেলে, ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি তৈরি হয় না। কিন্তু হিট স্ট্রোক যখন তখন ঘটতে পারে। বিশেষত দীর্ঘক্ষণ রোদে ঘোরাঘুরি করলে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই রোদে বেরোলে ঢিলে পোশাক পরুন, সঙ্গে ছাতা, সানগ্লাস, জলের বোতল রাখুন। তাপপ্রবাহের মধ্যে নাক-মুখ ঢেকে রাস্তায় বেরোন। হিট স্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশন হলে কী করবেন? হিট স্ট্রোক হলে রোগীকে ঠান্ডা বা ছায়া রয়েছে এমন জায়গায় বসাতে হয়। মুখে-চোখে, ঘাড়ে ঠান্ডা জলের ঝাপ্টা দিন। রোগীকে ঠান্ডা জল বা ওআরএস-এর জল খাওয়ান। গায়ের পোশাক আলগা করে দিন। অস্বস্তি না কমলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান।

নিউ টাউনে ভোট-পরবর্তী খুনে তৃণমূল নেতা-সহ গ্রেফতার ৪, বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা সন্দেহ

কলকাতা, ৬ মে (আইএএনএস): কলকাতার নিউ টাউন এলাকায় ভোট-পরবর্তী হিংসার মাঝে বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ও গোপালনগর এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছ থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। টেকনোসিটি থানার পুলিশ এই অভিযান চালায়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, খুনের পর অভিযুক্তরা বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছিল।

নিহত বিজেপি কর্মীর নাম মধু মণ্ডল। মঙ্গলবার দুপুরে নিউ টাউন এলাকায় তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মধু মণ্ডল রাজারহাট-নিউ টাউন বিধানসভা এলাকার বালিগড়ির বাসিন্দা ছিলেন। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা কমল মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, নির্বাচনে বিজেপির বড় জয়ের পর সেই বিবাদ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। মঙ্গলবার দুপুরে কমল মণ্ডল ও তাঁর সঙ্গীরা মধু মণ্ডলের উপর হামলা চালায়।

ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে এবং একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায়। নির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে বনগাঁর গোপালনগর ও কল্যাণপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বুধবার ভোরে কমল মণ্ডল ও তাঁর তিন সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশের অনুমান, অভিযুক্তরা বাংলাদেশে পালানোর পরিকল্পনা করছিল।

জানা গিয়েছে, কমল মণ্ডল রাজারহাট পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য। তাঁর স্ত্রী চামেলি মণ্ডল বর্তমানে পঞ্চায়েতের সদস্য।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা কমল মণ্ডলের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এবং ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে।

এদিকে, এলাকার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক পিয়ূষ কানোরিয়া দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ভারতে জাতিভিত্তিক সর্বব্যাপী সমর্থনে বিজেপির জুড়ি নেই: প্রাক্তন নরওয়ে মন্ত্রী এরিক সলহাইম

নয়াদিল্লি, ৬ মে (আইএএনএস): ভারতে জাতিগত বিভাজন অতিক্রম করে সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপির তুলনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন নরওয়ের প্রাক্তন জলবায়ু ও পরিবেশমন্ত্রী এরিক সলহাইম।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিজেপির সাফল্যের মূল কারণ হল বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে প্রায় সমান সমর্থন পাওয়া, যা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল।

সলহাইম বলেন, "ব্রাহ্মণ, উচ্চবর্ণ, অনগ্রসর শ্রেণি কিংবা তফসিলি জাতিসব ক্ষেত্রেই বিজেপির সমর্থন প্রায় সমান। এটাই তাদের বড় শক্তি। ভারতের ইতিহাসে আর কোনও দল এমনটা করতে পারেনি।"

তিনি আরও জানান, এই বিস্তৃত সামাজিক সমর্থন দেশের রাজনৈতিক ঐক্যকেও মজবুত করে, কারণ এটি ঐতিহ্যগত বিভাজনকে অনেকটাই দূর করে।

সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা সরকারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই জনমনে অসন্তোষ তৈরি হয়, যা ভোটে প্রভাব ফেলে।

পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "প্রায় ১৫ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। এত দীর্ঘ সময় পর পরিবর্তনের চাহিদা তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যা বিজেপির পক্ষে গেছে।"

জাতীয় স্তরে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-কে নিরঙ্কুশ নেতা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বিভিন্ন অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বিশেষ করে উত্তর ভারতে অত্যন্ত বেশি।তবে তিনি উল্লেখ করেন, দক্ষিণ ভারতের কিছু রাজ্য যেমন তামিলনাড়ু বা কেরলে বিজেপির জনপ্রিয়তা এখনও তুলনামূলক কম।

দিল্লিতে মেঘালয়ের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ঝলক, ৮-৯ মে শিলং লিটারারি ফেস্টিভ্যাল প্রিলিউড

শিলং, ৬ মে (আইএএনএস): মেঘালয় সরকারের পর্যটন দফতরের উদ্যোগে আগামী ৮ ও ৯ মে নয়াদিল্লির বিকানের হাউসে অনুষ্ঠিত হবে 'শিলং লিটারারি ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ — নিউ দিল্লি প্রিলিউড'। এই দুই দিনের অনুষ্ঠানটি মূল শিলং লিটারারি ফেস্টিভ্যালের পূর্বাভাস হিসেবে আয়োজন করা হচ্ছে।

২০২১ সালে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা এবং প্রাক্তন জাপানি রাষ্ট্রদূত সাতোশি সুজুকি-র উদ্যোগে শুরু হওয়া এই উৎসব উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য ও বৌদ্ধিক মঞ্চে পরিণত হয়েছে।

আয়োজকদের মতে, দিল্লির এই প্রিলিউডে সাহিত্য, পরিবেশ, পরিচয়, শাসন, খাদ্যসংস্কৃতি, সিনেমা, অনুবাদ এবং আদিবাসী ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা হবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে মেঘালয়ের খাসি ও গারো সংস্কৃতিকে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা, যেমন নাসিরুদ্দিন শাহ, শোভা দে, প্রিয়দর্শিনী রাজে সিন্ধিয়া, সঞ্জয় হাজারিকা, সুপর্ণা শর্মা, ডমিনিক সাংমা, প্রদীপ কুরবাহ এবং প্যাট্রিসিয়া মুখিম-সহ আরও অনেকে।

উদ্বোধনী দিনে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা ও সাংবাদিক শেখর গুপ্ত-র মধ্যে একটি বিশেষ আলোচনা অন্যতম আকর্ষণ হবে।

অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সেশনগুলির মধ্যে রয়েছে 'দ্য এলিফ্যান্ট অ্যান্ড দ্য ট্র্যাগোপান', যেখানে নাসিরুদ্দিন শাহ এদিক-ওদিক থেকে আনা পাশবিক কাহিনী থেকে পাঠ করবেন, এবং 'শিলং অন আ প্লেট', যেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের খাদ্যসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হবে।

এছাড়াও 'ওয়ান্স আপন আ টাইম অ্যাট আ লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল' শীর্ষক আলোচনায় নামিতা গোখলে, শোভা দে এবং সঞ্জয় হাজারিকা সাহিত্য উৎসবের ভূমিকা নিয়ে মতবিনিময় করবেন।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর মেঘালয় গ্রাসরুটস মিউজিক প্রোগ্রামের শিল্পীদের পরিবেশনাও থাকবে।

আয়োজকদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মেঘালয় সরকার পর্যটন, সংস্কৃতি এবং সৃজনশীল উদ্যোগকে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যকে একটি সাংস্কৃতিক গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে। এই প্রিলিউড অনুষ্ঠান সেই প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং জাতীয় স্তরে উৎসবের পরিধি বাড়াবে।

ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে রাজ্যপালের কাছে রিপোর্ট জমা সিইও-র

কলকাতা, ৬ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় রাজ্যপাল আর.এন. রবি-র কাছে রিপোর্ট জমা দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।

বুধবার দুপুরে রাজভবনে গিয়ে তিনি এই রিপোর্ট জমা দেন। একই সঙ্গে ২৯৩ জন নির্বাচিত বিধায়কের তালিকার গেজেট নোটিফিকেশনও রাজ্যপালের হাতে তুলে দেন।

উল্লেখ্য, ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সবকটিতেই ভোটগ্রহণ হলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে ২১ মে ভোটগ্রহণ এবং ২৪ মে গণনা হবে।

সিইও দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর রাজ্যপাল ও সিইও-র মধ্যে নির্বাচনের সময় ও পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বর্তমানে প্রশাসন এখনও নির্বাচন কমিশনের অধীনেই রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

এক আধিকারিক বলেন, "৪ মে ফল ঘোষণার পর রাজ্যে কিছু ভোট-পরবর্তী হিংসার খবর সামনে আসে। সেই বিষয়ে রাজ্যপালের দফতর থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। বুধবার সিইও সেই রিপোর্ট জমা দেন এবং বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়।"

এদিকে, নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব, ডিজিপি এবং মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

এই বৈঠক এমন এক সময়ে হল, যখন বিধানসভায় বিজেপি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও পদত্যাগ করেননি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, ঘোষিত ফল প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন নয় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগও তুলেছেন।

পাঞ্জাবে জোড়া বিস্ফোরণে পাকিস্তানের যোগের ইঙ্গিত, বললেন ডিজিপি গৌরব যাদব

অমৃতসর, ৬ মে (আইএএনএস): পাঞ্জাবের জালন্ধর ও অমৃতসরে পরপর দুটি বিস্ফোরণের ঘটনায় পাকিস্তানের যোগ থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ গৌরব যাদব।

বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রথম বর্ষপূর্তির আগে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরির উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের আইএসআই এই ঘটনার পেছনে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

ডিজিপি বলেন, "মঙ্গলবার অমৃতসরের খাসা আর্মি ক্যাম্পের কাছে যে কম তীব্রতার বিস্ফোরণ হয়েছে, সেই ঘটনার তদন্তে আমরা সেনাবাহিনীর সঙ্গেও আলোচনা করেছি। পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

তিনি জানান, মঙ্গলবার রাত প্রায় ১০টা ৫০ মিনিটে অমৃতসরের খাসা এলাকায় সেনা শিবিরের প্রাচীরের কাছে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। তার প্রায় দু'ঘণ্টা আগে জালন্ধরে বিএসএফ সদর দফতরের কাছেও একই ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে।

ঘটনার পরই পুলিশ, বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল এবং ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং নমুনা সংগ্রহ করে। ইতিমধ্যে প্রাসঙ্গিক ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

যাদব জানান, "মানব গোয়েন্দা, প্রযুক্তিগত তথ্য এবং ফরেন্সিক প্রমাণসব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিস্ফোরণ কম তীব্রতার হলেও এর প্রকৃতি ও ব্যবহৃত বিস্ফোরক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে পরীক্ষার পর।"

তিনি আরও বলেন, এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠন দায় স্বীকার করেনি, তবে গোটা ঘটনার পেছনে সীমান্তপারের নকশা থাকতে পারে।

অন্যদিকে, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান এই ঘটনাকে 'ছোট' বিস্ফোরণ বলে উল্লেখ করে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন।

তিনি দাবি করেন, "পাঞ্জাবে নির্বাচনের আগে অশান্তি তৈরির জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে।" তবে তিনি আশ্বাস দেন যে রাজ্যে শান্তি বজায় থাকবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে, পাশাপাশি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগও বেড়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/06/2026-27 dated: 05/05/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category for internal electrification works registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of work	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIT No. EE-IED/ AGT/15/2026-27	711,298.00	14,226.00	180(One eight zero) days
2	DNIT No. EE-IED/ AGT/16/2026-27	2,381,620.000	47,632.00	365(Three six five) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 12/05/2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 12/05/2026, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 9436925870

ICA/C-286/26

Agartala Municipal Corporation
AGARTALA

PNIe-T No:01/Div-II/AMC/2026-27 Dated : 04/05/2026

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.01/Div-II/AMC/2026-27	15,53,404.00	31,068.00	90(Ninety) Days

Last date and time for document downloading/bidding : 11/05/2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs.

Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.

Bid forms and other details can be obtained from website https://tripura.tenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Division No-II
Agartala Municipal Corporation

NIT NO: e-PT-02/W/EE/RD-DIV/JRN/2026-27 Dt. 04/05/2026.

The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites percentage/rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders upto 3.00 P.M. of 12/05/2026 for 05 (Five) no works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9774186723. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-
Executive Engineer
RD Jirania Division
Jirania, West Tripura

ICA/C-282/26

SNIT No.F.1(1)-TGP/ Waste Paper/2024-25/549-53 dated 05-05-2026 Sealed Tender is hereby invited by the Director, G.A(Printing &Stationery) Department, Government of Tripura, Agartala from the Registered Purchaser for Sale of Waste Paper which are lying in the premises of Tripura Government Press under the G.A. (Ptg.& Sty.) Department, Agartala. The Tender must reach to the Office of the Director, G.A. (Printing and Stationery) Department, on and before 22-05-2026 at 03.00 p.m. For the details information please contact to the undersigned.

(Ratan Biswas (IAS)
Director
G.A.(Printing and Stationery)
Department

ICA/C-269/26

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নীত করতে একমত ভারত-ভিয়েতনাম

নয়াদিল্লি, ৬ মে (আইএএনএস): প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে একমত হয়েছে ভারত ও ভিয়েতনাম। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট তো লাম-এর মধ্যে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তিন দিনের ভারত সফরে থাকা তো লাম এদিন নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন। বৈঠকে দুই দেশের সামগ্রিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয় এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় হয়।

বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুই দেশ 'শেয়ার্ড ভিশন, স্ট্র্যাটেজিক কনভারজেন্স ও সাবস্ট্যানটিভ কোঅপারেশন'-এর ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'এনহ্যান্সড কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এ উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট তো লাম ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারের উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অভিনন্দন জানান।

দুই নেতা পুনরায় নিশ্চিত করেন যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা দুই দেশের সম্পর্কের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। ২০৩০ সালের লক্ষ্যে ভারত-ভিয়েতনাম প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের যৌথ ভিশন বাস্তবায়নের অগ্রগতিও তারা স্বাগত জানান।

এছাড়া, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় বাড়ানো এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উৎপাদন বাড়ানোর দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। যৌথ সামরিক মহড়া, নৌ ও বায়ুসেনার সফর বৃদ্ধি, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, তথ্য বিনিময়, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও অনুসন্ধান-উদ্ধার অভিযানে সহযোগিতা বাড়ানোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।দক্ষিণ চীন সাগরে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নৌ-পরিবহনের স্বাধীনতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন দুই নেতা। আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে ১৯৮২ সালের জাতিসংঘের সমুদ্র আইন মেনে বিরোধ নিষ্পত্তির পক্ষে সওয়াল করা হয়।

যৌথ বিবৃতিতে সন্ত্রাসবাদের সব রূপের কড়া নিন্দা করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাস দমনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভিয়েতনাম ২০২৬ সালে ব্রিকসের সভাপতিত্বে ভারতের ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়েছে। অন্যদিকে, ভারত ভিয়েতনামের ব্রিকস অংশীদার দেশ হিসেবে ভূমিকা সমর্থন করেছে।দুই দেশই একটি মুক্ত, উন্মুক্ত ও নিয়মভিত্তিক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের পক্ষে তাদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করেছে। পাশাপাশি আসিয়ান ঐক্য ও কেন্দ্রীয়তার প্রতি ভারতের সমর্থনকেও ভিয়েতনাম প্রশংসা করেছে।

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 08/EE/AGRI/W/2026-27

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in Single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work: -

Sl no.	Name of work & DNIeT no.	Estimated cost	Earnest money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction and Repairing of Drain (South Side) at SARS Complex, A.D. Nagar, Agartala. (Part-B) **(09/AGRI/EE/WEST-I/2026-27)**	Rs.18,79,387/-	Rs. 37,588/-	Up to 12/05/2026 at 2.00 P.M	At 03.00 PM on 12/05/2026	Appropriate Class
2.	Construction and Repairing of Drain (South Side) at SARS Complex, A.D. Nagar, Agartala. (Part-A) **(10/AGRI/EE/WEST-I/2026-27)**	Rs.18,18,757/-	Rs.36,375/-			
3.	Installation of 3(three) Nos SBDTW (150 mm X 100 mm dia nominal bore) with submersible pump set having capacity 2HP at CEV Jumerdhepa (2 nos) and Bishramganj TCO (1no) under Sepahijala District. **(11/AGRI/EE/WEST-I/2026-27)**	Rs.8,14,358/-	Rs.16,287/-			
4.	Construction of Pumphouse for Centre of Excellency for Flower at Lembucherra, West Tripura. **(12/AGRI/EE/WEST-I/2026-27)**	Rs.4,73,140/-	Rs.9,463/-			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

ICA/C-278/26

ITI TO POLYTECHNIC LATERAL ENTRY NOTIFICATION

Duly filled in Online Applications in prescribed format are invited from the eligible students for Lateral Entry Admission Scheme in Diploma Level Technical Institutes under the Dept. of Higher Education, Govt. of Tripura, for ITI Pass-outs in 2nd year (3rd semester) of Diploma Engineering Courses for Academic Session 2026-27 in Tripura Institute of Technology (Narsingarh), Women's Polytechnic (Hapania), Dhalai District Polytechnic (Ambassa), Gomati District Polytechnic (Udaipur), North Tripura District Polytechnic (Dharmanagar) and TTAADC Polytechnic Institute (Khumulwng), and Techno College of Engineering, Agartala, CIPET Agartala in vacant seats of different branches of the respective Institutes.

The process of application will be as follows:

Registration process	Online Registration from the website: **https://deeet.tripura.gov.in/**	
Online Registration	Opening	Closing
	08.05.2026	**31.05.2026**
Registration Fees	**Rs. 350/-** (All candidate other than BPL) **Rs. 200/-** (BPL male & female candidates) (Processing charges and Goods & Service Tax (GST) are to be paid extra by the candidate, as applicable.)	

N.B.:

1. All other related information related to the Lateral Admission are mentioned in the Prospectus & detailed notification which are available in the website: www.highereducation. tripura.gov.in
2. Admission of candidates in an institute will be subjected to merit position in the ITI Lateral Entry merit list, seat allotment through Online Counseling along with fulfillment of all eligibility
criteria and other norms as specified by the Central Selection Committee-2026, Dept. of Higher Education, Govt. of Tripura.

Sd/-
Chairman
Central Selection Committee 2026

ICA/D-131/26

PNIeT-04/E.E/Div-IV/AMC/26-27 Date: 02/05/2026

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:-

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:06/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_72332_1	36,45,060	72,901	60(Sixty) Days	11/05/2026 Time 15.00 Hrs	11/05/2026 Time 16.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIe-T No:07/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_72328_1	6,71,136	13,423					
3	DNIe-T No:08/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_72313_1	14,24,403	28,488					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, PW Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratendera.gov.in at free of cost. But the bad can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P.W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

ডিজিটাল পেমেন্ট ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করবে ভারত-ভিয়েতনাম

নয়াদিল্লি, ৬ মে (আইএএনএস): স্বাস্থ্য ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করল ভারত ও ভিয়েতনাম। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট তো লাম-এর বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

দুই দেশই ভারতীয় ওষুধ শিল্পের অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দিয়ে ২০২৭ সাল থেকে ভিয়েতনামের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ওষুধ ক্রয়ে ভারতীয় সংস্থাগুলির অংশগ্রহণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার বিষয়ে একমত হয়েছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ডিজিটাল রূপান্তর, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-এর ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতিতে দুই দেশের দীর্ঘ ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়ে জ্ঞান, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে আয়ুর্বেদ নিয়ে ভিয়েতনামে একটি একাডেমিক চেয়ার স্থাপনের প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক এবং ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা বিষয়ক চুক্তির অগ্রগতিকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির গুরুত্ব উল্লেখ করে দুই দেশই খুচরো লেনদেনে ইউপিআই-ভিত্তিক পেমেন্ট ব্যবস্থা যুক্ত করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই লক্ষ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ভিয়েতনাম-এর মধ্যে আর্থিক উদ্ভাবন ও ডিজিটাল পেমেন্ট নিয়ে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারককে স্বাগত জানানো হয়েছে।

দুই দেশই কিউআর কোড-ভিত্তিক রিটেল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম সংযুক্ত করার দিকেও এগোবে, যা পর্যটন ও ব্যবসাকে আরও সহজ করবে।

এছাড়াও ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ৬জি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মহাকাশ, পরমাণু শক্তি, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজএই সব ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণা ও উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ 'মিশন লাইফ' এবং আন্তর্জাতিক সোলার অ্যালায়েন্সের মতো সংস্থার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। ভিয়েতনামের গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্সে যোগদানের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়েছে ভারত।

দুই দেশ দুর্যোগ মোকাবিলা, স্মার্ট কৃষি, টেকসই জল ব্যবস্থাপনা এবং বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর দিকেও সহযোগিতা জোরদার করবে বলে জানানো হয়েছে।

অরুণাচলে সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য ২ ডিএ-ডিআর বৃদ্ধি ঘোষণা

ইটানগর, ৬ মে (আইএএনএস): অরুণাচল প্রদেশ সরকার রাজ্যের সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য ২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন মোট ১,০৯,৭২৫ জন কর্মী ও পেনশনভোগী।

মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু-র নেতৃত্বাধীন সরকার জানিয়েছে, এই বৃদ্ধির ফলে ডিএ ও ডিআর-এর হার ৫৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬০ শতাংশে দাঁড়াবে। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই নতুন হার কার্যকর হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের এক আধিকারিক জানান, কেন্দ্র সরকারের ২২ ও ২৪ এপ্রিলের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বর্ধিত ডিএ রাজ্যের সমস্ত নিয়মিত সরকারি কর্মী, অল ইন্ডিয়া সার্ভিস অফিসার এবং রাজ্যে কর্মরত কেন্দ্রের ডেপুটেশনে থাকা কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। একইভাবে, ডিআর প্রযোজ্য হবে সব পেনশনভোগী ও পরিবার পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় ৬৯,২৪৮ জন কর্মী এবং ৪০,৪৭৭ জন পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত হবেন।

সরকারি হিসেবে, এই বৃদ্ধির ফলে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১০০.৫৪ কোটি টাকার আর্থিক চাপ পড়বেযার মধ্যে ডিএ বাবদ ৮৩.৩১ কোটি এবং ডিআর বাবদ ১৭.২৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বকেয়া অর্থ নগদে প্রদান করা হবে, যার মোট পরিমাণ প্রায় ৩৩.৫১ কোটি টাকা। মে ২০২৬ থেকে বর্ধিত ডিএ ও ডিআর মাসিক বেতন ও পেনশনের সঙ্গে প্রদান করা হবে।

মোট আর্থিক ব্যয় (বকেয়াসহ) প্রায় ১১৭.৩০ কোটি টাকা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু সরকারি কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের কল্যাণে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন।

পাঞ্জাবকে 'ভয়ের পরীক্ষাগার' বানাতে চাইছে বিজেপি: জোড়া বিস্ফোরণ ইস্যুতে মান

রোপড় (পাঞ্জাব), ৬ মে (আইএএনএস): পাঞ্জাবে পরপর বিস্ফোরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান। তিনি অভিযোগ করেন, আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্যকে 'ভয় ও হিংসার পরীক্ষাগার'-এ পরিণত করার চেষ্টা করছে বিজেপি।

বুধবার রোপড়ে 'শুকরানা যাত্রা'-র ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মান বলেন, অমৃতসর ও জালন্ধরের বিস্ফোরণ পরিকল্পিতভাবে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরির কৌশলের অংশ।

তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের ধাঁচে পাঞ্জাবে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি। ভোটের আগে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, আতঙ্ক এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ভোটারদের মেরুকরণই তাদের লক্ষ্য।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, "পাঞ্জাবের মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং ঐক্যবদ্ধ। বিজেপির এই চক্রান্ত তারা কখনও সফল হতে দেবে না।"

তিনি অভিযোগ করেন, হিংসা ও বিভাজনের রাজনীতি বিজেপির মূল চরিত্র এবং এই ধরনের ঘটনার মাধ্যমে সমাজে ভয় ছড়িয়ে ভোটে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তবে পাঞ্জাবে এই 'কু-পরিকল্পনা' সফল হবে না বলে আশ্বাস দেন মান। তাঁর কথায়, "পাঞ্জাবের উর্বর মাটিতে অনেক কিছু জন্মাতে পারে, কিন্তু ঘৃণার বীজ কখনও গজাবে না।"

রাজ্যের শান্তি, ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে আপ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান তিনি।

বিস্ফোরণের ঘটনাকে নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের ঘটনা রাজ্যকে অস্থিতিশীল করার প্রচেষ্টারই ইঙ্গিত দেয়। তবে সরকার ও সাধারণ মানুষ মিলেই এই ধরনের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির তলব এড়ালেন সুজিত বসু ও রথীন ঘোষ

কলকাতা, ৬ মে (আইএএনএস): পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হলেও বুধবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র সামনে হাজিরা দেননি প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু এবং রথীন ঘোষ।

সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে এদিন তাঁদের হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল ইডি। তবে দু'জনেই পৃথকভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জানান, তাঁরা উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

ইডি সূত্রে খবর, রথীন ঘোষ জানিয়েছেন যে বাথরুমে পা পিছলে পড়ে তাঁর চোট লেগেছে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে ১০ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে, সুজিত বসু ইডিকে জানান, ভোট-পরবর্তী হিংসায় তাঁর দলের বহু কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তাঁদের পাশে দাঁড়াতে ব্যস্ত থাকায় তিনি কিছুটা সময় চান।

এর আগেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই মামলায় তাঁদের তলব করেছিল ইডি। বিশেষ করে সুজিত বসুকে একাধিকবার ডাকা হলেও প্রায় প্রতিবারই তিনি অতিরিক্ত সময় চেয়ে আবেদন করেছিলেন।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণ রাও-এর বেঞ্চ পূর্বে নির্দেশ দিয়েছিল, সুজিত বসুকে ১ মে ইডির সামনে হাজিরা দিতেই হবে। সেই নির্দেশ মেনে তিনি নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হন এবং প্রায় ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে আসেন।

অন্যদিকে, রথীন ঘোষকেও আগে একাধিকবার সময় চেয়ে আবেদন করতে দেখা গেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে এই মামলায় প্রথম তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি এবং তাঁর বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল।

উল্লেখ্য, মধ্যমগ্রাম কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে রথীন ঘোষ জয়ী হলেও বিধাননগর কেন্দ্র থেকে সুজিত বসু পরাজিত হন।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শীঘ্রই নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে।

বিজেপি সরকার গঠনের পথে, বাংলায় এবার চালু হতে পারে কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প

কলকাতা, ৬ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি সরকার গঠনের পথে এগোনোর ফলে এতদিন রাজ্যে পুরোপুরি কার্যকর না হওয়া একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনী প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে এই প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে চালু করা হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প।

এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প থাকার কারণে আয়ুষ্মান ভারত চালু করতে দেয়নি। যেখানে আয়ুষ্মান ভারত সারা দেশে প্রযোজ্য, স্বাস্থ্যসাথীর সীমা ছিল শুধুমাত্র রাজ্যের মধ্যে।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জল জীবন মিশন, 'মাতৃশক্তি ভরসা', 'যুব শক্তি ভরসা' প্রভৃতি প্রকল্পও এখন বাস্তবায়নের সম্ভাবনা রয়েছে।

জল জীবন মিশন: এই প্রকল্পে প্রতিটি বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য। ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত কেন্দ্রের বরাদ্দ ২৪,৬৪৫ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৫৩ শতাংশ ব্যবহার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নতুন সরকার এলে এই প্রকল্পে গতি বাড়তে পারে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা: নিম্ন আয়ের পরিবারকে বাড়ি নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। রাজ্যে এর সমতুল প্রকল্প 'বাংলার বাড়ি'। দুই প্রকল্প চালু থাকলে আরও বেশি মানুষ উপকৃত হতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা: এই প্রকল্প চালু হলে মৎস্যজীবীরা আর্থিক সহায়তা, বিমা ও আধুনিক সরঞ্জামের সুবিধা পাবেন।

যুব শক্তি ভরসা: বেকার যুবকদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণা রয়েছে। রাজ্যের 'যুবশ্রী' প্রকল্পে যেখানে ১,৫০০ টাকা দেওয়া হত, সেখানে কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু হলে সেই পরিমাণ বাড়তে পারে।

মাতৃশক্তি ভরসা: নির্দিষ্ট আয়ের পরিবারের মহিলাদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা। বর্তমানে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে ১,৫০০ টাকা দেওয়া হয়। নতুন প্রকল্প চালু হলে মহিলারা দ্বিগুণ অর্থ পেতে পারেন।

পিএম শ্রি : শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রকল্প চালু হলে ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি আর্থিক ও অবকাঠামোগত সুবিধা পাবে। রাজ্যে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে এই প্রকল্পগুলির অনেকগুলিই পুরোপুরি কার্যকর করেনি বলে অভিযোগ। তবে সরকার পরিবর্তনের পর সেগুলি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা জোরদার হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২৯৪ আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিজেপি ২০৭টি আসন জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমে হয়েছে ৮০।

ভারত-ভিয়েতনাম সম্পর্ক 'এনহ্যান্সড কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এ উন্নীত: মোদি

নয়াদিল্লি, ৬ মে (আইএএনএস): ভারত ও ভিয়েতনামের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'এনহ্যান্সড কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এ উন্নীত করার ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বুধবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট তো লাম-এর সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন তিনি।

মোদি বলেন, "দশ বছর আগে আমার ভিয়েতনাম সফরের সময় দেশটি আসিয়ানের মধ্যে ভারতের প্রথম কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হয়েছিল। তারপর থেকে আমাদের সম্পর্ক দ্রুত ও বিস্তৃতভাবে এগিয়েছে। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই আজ আমরা সম্পর্ককে আরও উন্নীত করছি।"

ভিয়েতনামকে ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি এবং 'ভিশন মহাসাগর'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রেসিডেন্ট তো লামকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপতি হওয়ার মাত্র এক মাসের মধ্যে তাঁর ভারত সফর প্রমাণ করে যে ভিয়েতনাম ভারতকে কতটা গুরুত্ব দেয়।"

মোদি জানান, তো লাম তাঁর সফর শুরু করেছেন বোধগয়া থেকে, যা দুই দেশের ঐতিহ্যগত ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের প্রতীক।

তিনি আরও বলেন, ২০২৫ সালে ভিয়েতনামে বৌদ্ধ ধর্মীয় নিদর্শন প্রদর্শনের সময় প্রায় ১.৫ কোটি মানুষ দর্শন করেছেন, যা দুই দেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রকে আরও মজবুত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারত ও ভিয়েতনামের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করে দুই দেশ শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

তিনি আরও জানান, ভিয়েতনামের সহযোগিতায় ভারত আসিয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও বিস্তৃত করবে।

পাহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করার জন্য ভিয়েতনামকে ধন্যবাদ জানিয়ে মোদি বলেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে।"

বিশ্বের অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত ও ভিয়েতনাম নিজেদের দক্ষতা, সুশাসন ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জোরে দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে উঠে আসছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

চুরাইবাড়ি নাকা পয়েন্টে গাঁজা সহ অটো আটক, গ্রেফতার তিন পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৬ মে: উত্তর ত্রিপুরার চুরাইবাড়ি থানার নাকা পয়েন্টে নিয়মিত যানবাহন তল্লাশির সময় গাঁজা সহ একটি অটো-রিক্সা আটক করেছে পুলিশ। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার ত্রিপুরা থেকে অসমমুখী একটি অটো-রিক্সায় সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে নাকা চেকিং চলাকালীন পুলিশ সেটিকে আটক করে তল্লাশি চালায়। অটোতে থাকা তিন যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তাদের ব্যাগ তল্লাশি করা হলে এক যাত্রীর ব্যাগ থেকে প্রায় ২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়।

এরপরই পুলিশ তিনজনকেই আটক করে এবং পরে গ্রেফতার করে।ধৃতদের পরিচয় হলো সুমন দেবনাথ (৩৩), পিতা মৃত নীলকান্ত দেবনাথ, বাড়ি পূর্ব হাফলং ৪ নম্বর ওয়ার্ড, অসম; পূজন দাস (২৪), পিতা দিলীপ দাস এবং কার্তিক দাস (২৪), পিতা রাজেন্দ্র দাস। পূজন ও কার্তিক দুজনেই অসমের শিলচর এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধ মাদক পাচারের অভিযোগে ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। বর্তমানে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই পাচার চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্রের যোগসূত্র রয়েছে কিনা, সেই দিকেও তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

দ্যা ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার(ইন্ডিয়া), ত্রিপুরা স্টেট সেন্টারে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত

আগরতলা, ৬ মে: গতকাল দ্যা ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার(ইন্ডিয়া), ত্রিপুরা স্টেট সেন্টার -এ আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজিত করা হয়। সেখানে নেক্সট চ্যাপ্টার একাডেমি এলএলপি -র ফাউন্ডার ড. জয়ন্ত ঘোষ কি নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

" বিয়ন্ড দ্যা ব্লু প্রিন্ট: দ্যা ইঞ্জিনিয়ার এস এ বিল্ডার অফ এন্টারপ্রাইজ, ইম্পেক্ট এ্যান্ড সোসাইটি" শীর্ষক বক্তব্যে তিনি ইঞ্জিনিয়ার-কে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত দক্ষতা বা অবকাঠামো নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজ গঠন, উদ্যোগ সৃষ্টি, দায়িত্ববোধ এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সময়ে একজন ইনিনিয়ারি-র ভূমিকা শুধুমাত্র টেকনিক্যাল এক্সিকিউশন বা প্রবলেম সলভিং -এ সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইনোভেশন, এনট্রোপেনর্শীপ, ইথিকেল লিডারশিপ এবং সামাজিক ইমপেক্ট তৈরির ক্ষেত্রেও ইনিনিয়ারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ, তরুণ ইনিনিয়ার এবং বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে তাঁর এই ভাবনা-ভিত্তিক আলোচনা একটি অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশ তৈরি করে। ড. ঘোষ আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, জন্মভূমি আগরতলায় এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চে বক্তব্য রাখার সুযোগ তাঁর কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় ও গর্বের।

বিধানসভার মেয়াদ শেষ আজ, মমতার পদত্যাগ না করা নিয়ে মন্তব্য নয়: রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক

কলকাতা, ৬ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর সরকার গঠনের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পদত্যাগ না করা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।

বুধবার তিনি স্পষ্ট করে জানান, নির্বাচন পরিচালনা ও ফল ঘোষণা করা পর্যন্তই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সীমাবদ্ধ, এরপরের সমস্ত প্রক্রিয়া সংবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়।

আগরওয়াল বলেন, "সংবিধান যা বলে, সেটাই হবে। এ বিষয়ে আমার কোনও মন্তব্য নেই। নির্বাচন কমিশনের আর কোনও ভূমিকা নেই।"

প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে তিনি জানান, ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীদের বিষয়ে আইনি নোটিফিকেশন জারি করে তা রাজ্যপালের কাছে পাঠায়। এরপর রাজ্যপাল নতুন বিধানসভা গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন।

তিনি বলেন, "আমাদের কাজ হল কোন আসনে কে জিতেছেন, সেই সংক্রান্ত নোটিফিকেশন রাজ্যপালকে দেওয়া। পুরনো বিধানসভার মেয়াদ আজ শেষ হচ্ছে, ফলে নতুন বিধানসভা গঠিত হবে। এরপর বিধায়কদের শপথগ্রহণ হবে এবং প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারি হবে।"

উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের বড় নির্বাচনী ধাক্কার পর রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। তবে ফলাফল মানতে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, এই ফল মানুষের প্রকৃত রায় নয় এবং তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন না।

এদিকে, বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে সরকার গঠনের পথে। ২৯৪ সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা ১৯৬। ঘোষিত ২৯৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২০৬টি আসনে জয় পেয়ে সেই সীমা অতিক্রম করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৮১টি আসন। ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা কেন্দ্রে ২১ মে পুনর্নির্বাচন হবে এবং গণনা হবে ২৪ মে, নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফলাফলে রাজ্যের রাজনৈতিক চিত্রে বড় পরিবর্তন ধরা পড়েছে। কোচবিহার, পূর্ব মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-সহ ১০টি জেলায় তৃণমূল একটিও আসন পায়নি। আদিবাসী ও মতুয়া অধ্যুষিত এলাকাতেও দলটি পিছিয়ে পড়েছে।

এখন সকলের নজর রাজ্যপালের দপ্তরের দিকে, যেখান থেকে সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ এবং নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পাঞ্জাব বিস্ফোরণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য 'দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত': হরদীপ সিং পুরি

নয়াদিল্লি/আনন্দপুর সাহিব, ৬ মে (আইএএনএস): পাঞ্জাবে সাম্প্রতিক যুগ্ম বিস্ফোরণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান-এর মন্তব্যকে 'দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত' বলে কড়া সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে ঘটনাটিকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়া হচ্ছে।

মঙ্গলবার পাঞ্জাবে পরপর দুটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেঅমৃতসরের খাসা আর্মি ক্যাম্পের কাছে এবং জালন্ধরে বিএসএফ সদর দফতরের নিকটে। এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মান বিস্ফোরণকে 'ছোট' বলে উল্লেখ করে বিজেপির দিকে ইঙ্গিত করেন, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।

পুরি বলেন, "পাঞ্জাব একটি সংবেদনশীল সীমান্তবর্তী রাজ্য, যেখানে অতীতে সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এমন মন্তব্য অত্যন্ত বিস্ময়কর ও দুঃখজনক।"

তিনি আরও বলেন, পাঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদব ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে এই হামলার পেছনে আইএসআই-এর মদত থাকতে পারে এবং এটি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর বর্ষপূর্তির আগে পরিকল্পিত।

পুরির কথায়, "সন্ত্রাসবাদের মতো গুরুতর বিষয়ে রাজনৈতিক রং দেওয়া উচিত নয়। এটি দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন।"

তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহারের পরামর্শ দিয়ে বলেন, "রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সরকারের দায়িত্ব। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী রাজ্যে এই দায়িত্ব আরও বেশি।"এদিকে, পাঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন ভারতীয় রাষ্ট্রবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নভজোত কৌর সিধু। তিনি বলেন, কোনও একটি রাজনৈতিক দলকে দায়ী করা ঠিক নয়, তবে গোয়েন্দা ব্যবস্থার ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। "আপনার ইন্টেলিজেন্স কোথায় ছিল? এটা তো সরকারের দায়িত্ব," বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ইন্দ্রনগরে ছিনতাই কাণ্ডে গ্রেফতার ৩, উদ্ধার স্বর্ণের চেইন

● **প্রথম পাতার পর** এবং অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে শহরে ছিনতাইয়ের ঘটনায় মহিলাদের সম্পৃক্ততাও বাড়ছে, যা চিন্তার বিষয়। ধৃতদের আজ আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল।

২০ মে দেশব্যাপী

● **প্রথম পাতার পর** ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার যে বিশেষ অনুমতি দিয়েছিল, বর্তমানে ই-ফার্মেসিগুলি সেই নির্দেশিকাকেই কাজে লাগিয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবসা সম্প্রসারণ করছে। সেই বিশেষ অনুমতি প্রত্যাহারের দাবিও তোলা হয়েছে। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের দাবি, অনলাইন ও কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত ওষুধ ব্যবসা ছোট ও মাঝারি কেমিস্টদের অস্তিত্বের উপর বড়সড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর ডিভিশনের অল ত্রিপুরা কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশনও এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে।

ধর্মঘটের দিন জরুরি পরিষেবা কীভাবে বজায় রাখা হবে, তা নিয়ে আগামী ১১ মে ডেপুটি ড্রাগ কন্টোলারের সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান।

চিকিৎসক সংকটে

● **প্রথম পাতার পর** ১০ জন নার্স। রোগীদের আরও অভিযোগ, হাসপাতালে পর্যাপ্ত ওষুধ না থাকায় চিকিৎসকেরা বাইরে থেকে ওষুধ কিনে আনার পরামর্শ দিচ্ছেন। ফলে গরিব ও অসহায় রোগীদের অতিরিক্ত আর্থিক চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিক জটিলেশ্বর দেববর্মার সঙ্গে কথা বলেন সাংবাদিকরা। তিনি জানান, হাসপাতালে অনুমোদিত চিকিৎসকের সংখ্যা ১৩ হলেও তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেপুটেশনে পাঠিয়েছে। একই অবস্থা নার্সদের ক্ষেত্রেও। তিনি আরও জানান, মহকুমার অন্তর্গত রইস্যাবাড়ি ও জগবন্ধুপাড়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিও চিকিৎসক ও নার্স সংকটে ভুগছে, যার ফলে সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

এদিকে, এলাকার জাতি ও জনজাতি অংশের মানুষের অভিযোগ, স্বাস্থ্য দপ্তরের অব্যবস্থাপনার কারণে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলছে। অবিলম্বে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগ, শিশু বিভাগ, হাড়ের বিভাগ ও মেডিসিন বিভাগের জন্য অন্তত একজন করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

চিকিৎসার জন্য

● **প্রথম পাতার পর** হবে। আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু'-র ৬৫তম পর্বে চিকিৎসা ও অন্যান্য সহায়তার জন্য আগত বিভিন্ন মানুষের সমস্যার কথা শুনে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন সমীপেষু কর্মসূচিতে মোহনপুর মহকুমার লেম্বুছড়া থেকে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের কনিকা সরকার বিশ্বাস তার মেয়ের জটিল হৃদরোগের চিকিৎসার সহায়তার আবেদন নিয়ে আসেন। অন্যদিকে নতুননগর থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রী নমিতা দেবনাথ তার বাবার কিডনি সংক্রান্ত জটিল রোগের চিকিৎসা সহায়তার আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বক্তব্য শোনার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন।

এছাড়াও কৈলাসহরের ইসকপুর থেকে রোসন সিনহা তার ছোট ভাইয়ের জটিল অস্ত্রোপচারের সাহায্যের আবেদন জানান। ধলাই জেলার কুলাই থেকে পরেশচন্দ্র রিয়াং পরিবারের সদস্য পবিত্র রিয়াং-এর কিডনি রোগের চিকিৎসা সহায়তার জন্য আসেন। মোহনপুর বড়কাঁঠাল এলাকার মানসী দেববর্মাও নিজের জটিল রোগের চিকিৎসা সহায়তার আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী সকলের সমস্যার কথা শুনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ সহ দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

এদিন আগরতলার বড়দোয়ালি এলাকার শ্যামল চৌধুরী স্ত্রীর চিকিৎসার সহায়তা চান। ডুকলি ব্লকের কলেজ ছাত্রী পায়েল ধর তার বাবা-মায়ের জটিল রোগের চিকিৎসার আবেদন নিয়ে আসেন।

রাণীরবাজার দেবীনগরের লিটন সাহাও চিকিৎসা ও অন্যান্য সহায়তার আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, আগরতলার গোর্খাবস্তির মাধবরঞ্জন দেব নিজের বাড়ি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

এদিনের 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব তপন দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরোমণি দেববর্মা, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

৯ মে বঙ্গে নতুন

● **প্রথম পাতার পর** তিনি জানান, বিজেপি বিধায়ক দলের বৈঠক শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

এই বৈঠকে বিধায়ক দল তাদের নেতা নির্বাচন করবে। পরে এনডিএ বৈঠকে সেই নাম অনুমোদন করা হবে এবং সরকার গঠনের দাবি জানানো হবে। এরপর রাজ্যপাল নির্বাচিত নেতাকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।

শর্মা বলেন, "এই সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরই নতুন মন্ত্রিসভার গঠন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

উল্লেখ্য, ১২৬ আসনবিশিষ্ট অসম বিধানসভায় বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরেছে।

২০ লক্ষ টাকার গয়না উধাও!

● **প্রথম পাতার পর** আবুল কাশেম দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে কর্মরত। তাঁর স্ত্রী বাড়িতে একাই থাকেন। বাড়ির আলমারিতে রাখা স্বর্ণালংকারের বাক্সটি এদিন ঘরের বাইরে পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় তাঁর। পরে খতিয়ে দেখে তিনি বুঝতে পারেন, প্রায় ২০ লক্ষ টাকার গয়না উধাও। ঘটনাটি ঠিক কখন ঘটেছে, তা স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি গৃহবধূ। চুরির বিষয়টি টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোনামুড়া থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা বাড়ি পরিদর্শন করে এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির কাজের মহিলার উপর প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
07-05-2026, 01:28

াঙ্গন

আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন কোহলি

১৮ বছরের সম্পর্ক শেষ। আরসিবি'র অন্যতম সিনিয়র সদস্য ছিলেন তিনি। ২০০৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। অবশেষে আরসিবি'তে সফর শেষ হল দলের প্রধান ফিজিও ইভান স্পিচলি। তাঁর বিদায়ে ভাষণ দিতে গিয়ে রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন বিরাট কোহলি।

গতবছরই সরে যান স্পিচলি। এবার আইপিএলের মাঝেই বিশেষ বিদায়ী অনুষ্ঠানে ভারতে এসেছেন তিনি। প্লেয়ারদের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। বক্তৃতায় কোহলি সেই কথাই মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, "আরসিবি'তে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি আপনার সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। আপনি সেই পুরনো মুখগুলোর মধ্যে অন্যতম। পরিশ্রম ও পেশাদারিত্ব তো আছেই। যেটা সবসময় আমার সঙ্গে থেকে যাবে, সেটা হল আপনার যত্ন ও সততা। আপনি সবসময় আমাদের পরিবারের সদস্য থাকবেন।"

প্রায় দুই দশক ব্যাপী কেরিয়ারে বিভিন্ন প্রজন্মের প্লেয়ারের সঙ্গে কাজ করেছেন। চিন্নাস্বামীতে বিদায়ী অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে একটি ঘড়ি উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। অভিভূত স্পিচলি বলেন, "গতকাল যখন হোটেলে ঢুকলাম, মনে হচ্ছিল যেন ঘরে ফিরে এসেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই এখানে দীর্ঘ সময় ধরে আছি। আরসিবিকে সবসময়ই পরিবারের মতো মনে হয়েছে। বিশ্ব ক্রিকেটের সবাই এখানে অন্তত একটি মরশুম কাটাতে চাইবে। আমি ভাগ্যবান যে ১৮টি মরশুম কাটাতে পেরেছি। আমি সবসময়ই নিজেকে আরসিবির অংশ বলে মনে করব।"

আইপিএলের মাঝেই শোরগোল

মুম্বই: ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে স্ত্রী-বান্ধবীদের থাকা নিয়ে কড়াকড়ি করেছিল বোর্ড। বিশেষ করে বিদেশ সফরে ক্রিকেটারদের সঙ্গে স্ত্রী-বান্ধবীদের যাওয়া নিয়ে কড়া অবস্থান নেওয়া হয়েছিল। এমনকী, এরকমও নিয়ম হয় যে, দেড় মাসের বিদেশ সফর চললে নির্দিষ্ট একটা সময়ই স্ত্রী-বান্ধবীরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে থাকতে পারবেন।

এবার আইপিএলেও সেই নিয়ম চালু করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড! স্ত্রী, বান্ধবীদের উপস্থিতিতে কড়াকড়ি করা হচ্ছে? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলা ক্রিকেটারদের উপর রাশ টানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বোর্ড বিশেষভাবে "গার্লফ্রেন্ড সংস্কৃতি" বন্ধ করার জন্য বড় পদক্ষেপ নিতে পারে বল খবর। আসলে হার্দিক পাণ্ড্য, যশস্বী জয়সওয়াল এবং অর্শদীপ সিংহ ও ঈশান কিষানকে ক্রমাগত তাঁদের বান্ধবী, পার্টনারদের সঙ্গে টিম বাসে ভ্রমণ করতে এবং টিম হোটেলে থাকতে দেখা গিয়েছে। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, খেলোয়াড়দের পার্টনারদের কারণে দলে কতটা প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বোর্ড। গত কয়েক বছরে কিছু ক্রিকেটারের সম্পর্ক তাঁদের জন্য বড় বিতর্কের কারণও হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে মহিলা পার্টনার ক্রিকেটারদের সঙ্গে অশান্তি হলে পুলিশে অভিযোগ পর্যন্ত করেছেন, যা খেলোয়াড়, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এবং বিসিসিআইয়ের ভাবমূর্তিও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন, যদি এই "গার্লফ্রেন্ড কালচার" এখনই বন্ধ করা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে বড় বিতর্ক দেখা দিতে পারে। এমন উদাহরণও দেখা গিয়েছে যে, টিম বাস কোনও খেলোয়াড়ের পার্টনারের জন্য অপেক্ষা করছে। এই পার্টনারদের টিম হোটেলে থাকার খবরও রয়েছে।

শোনা যাচ্ছে, বোর্ডের দুর্নীতি দমন শাখার কর্মকর্তারা কিছু খেলোয়াড়কে বান্ধবীর সঙ্গে থাকার অনুমতি দিয়েছেন, কারণ তাঁদের সম্পর্ক সবার কাছে পরিচিত এবং কারও কাছে গোপন নয়। বিসিসিআইয়ের এই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন, তাঁরা এই "অফিসিয়াল গার্লফ্রেন্ড" নিয়মের বিষয়ে অবগত নন এবং বোর্ডের নীতিতে এমন কোনও নিয়ম নেই। খেলোয়াড়দের বিশেষ পরিস্থিতিতেই স্ত্রী বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে। বিসিসিআইয়ের পরবর্তী বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা করা হতে পারে, যার পরে "গার্লফ্রেন্ড কালচার" নিয়ে কিছু নতুন নিয়ম আসতে পারে। এই নিয়মগুলি কেবল আইপিএলের জন্য নয়, আন্তর্জাতিক সফরে যাওয়া টিম ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

AFFIDAVIT

I, Sima choudhary Laskar, W/O : Late. Pankaj Kumar Laskar, resident of sreenagar Milan chakra Road No.3, Badharghat, P.O : A.D Nagar (Pin code :799003),P.S : A.D Nagar , District : West Tripura ,do hereby declare that I have changed my name from Sima choudhary Laskar to Sima Chowdhury Laskar and henceforth I shall be known as Sima Chowdhury Laskar in all purpose, vide affidavit No : 1042/APR/2026 sworn before that Notary public at Agartala,on 27th April,2026.Sima Chowdhury Laskar and Sima choudhary Laskar both are same and one identical person.

PNIeT-05/E.E/Div-IV/AMC/26-27 Date: 04/05/2026

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:-

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:09/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_72458_1	13,71,189	72,901	60(Sixty) Days	11/05/2026 Time 15.00 Hrs	11/05/2026 Time 16.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIe-T No:10/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_72459_1	12,46,625	13,423					
3	DNIe-T No:11/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_72461_1	8,10,726	28,488					
4	DNIe-T No:12/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_72461_1	5,89,913	11,798					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, PW Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratendera.gov.in at free of cost. But the bad can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P.W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

১৮ মে অবসর নেবেন মাহি?

এবারই কি অবসর মহেন্দ্র সিং ধোনির? ক্রমশ ধোঁয়াশা বাড়ছে চেন্নাই সুপার কিংসের কিংবদন্তিকে নিয়ে। এবারের আইপিএলে একটিও ম্যাচ খেলেননি। চোটে জেরবার, দলের সঙ্গেও যাচ্ছেন না। ফলে জল্পনা চলছে এবারই হয়তো অবসর নিতে পারেন 'থালা'। আর অনেকে তো দিনক্ষণও বলে দিচ্ছেন কবে অবসর নেবেন। সেটা হল ১৮ মে। কেন ওই দিনটিই? তার জন্য ফিরে যেতে হবে বছর কয়েক আগে।

আইপিএল শুরুর আগে প্রস্তুতি শিবিরে কাফ মাসলে চোট পেয়েছিলেন ধোনি। তারপর থেকে মাঠে নামতে পারেননি। কিন্তু ধীরে ধীরে অনুশীলন সেশনে ধোনিকে রেঞ্জ হিটিং-সহ হালকা ফিটনেস ড্রিলের উপর মনোযোগ দিতে দেখা যায়। মরশুমের মাঝপথে ধোনি প্রায় ফিট হয়ে উঠেছিলেন। তবে অনুশীলনের সময় আবারও কাফ মাসলে চোট পান। ফলে কবে ফিরবেন কিংবা আদৌ ফিরবেন কি না, সেই নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকছেই।

তাহলে এবারই শেষ মরশুম ৪৪ বছর বয়সি তারকার? আর যদি সেটা হয়, তাহলে কবে? অনেকের মতে দিনটা ১৮ মে। ওই দিনই অবসর নিতে পারেন মাহি। যদি ফিট হয়ে ওঠেন, তাহলে ওইদিনই শেষবার সিএসকে জার্সিতে মাঠে নামবেন। এমনটাই অনুমান করছেন অনেকে। কেন ওই দিনটি? তার উত্তর খুঁজতে নেটিজেনরা ফিরে যাচ্ছেন বছর পাঁচেক আগে। সেই সময় এক সাক্ষাৎকারে ধোনি বলেছিলেন, চেন্নাইয়ের ঘরের মাঠ চিপকে সমর্থকদের সামনে শেষ ম্যাচ খেলতে চান। আর এবার ঘরের মাঠে চেন্নাইয়ের শেষ ম্যাচ ১৮ মে, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে। সেটাই কি তাহলে ধোনির শেষ ম্যাচ হবে? প্লেঅফে উঠলে সিএসকে এরপর অন্য ভেন্যুতে ম্যাচ খেলবে। অন্যদিকে ধোনি শেষবার চেন্নাইয়ের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন গত বছরের ২৫ মে আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে। ফলে ভক্তদের নজর এখন ১৮ মের দিকে।

কেচ্ছা ফাঁসের হুমকি শতদ্রুর

রাজ্যে পালাবদলের পরই অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন শতদ্রু দত্ত। ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসিকে কলকাতা-সহ ভারতের একাধিক শহরে আনার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শতদ্রু। কিন্তু ২০২৫-র ডিসেম্বরে যুবভারতীতে মেসিকে দেখা নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা হয়, তার জেরে জেল খেটেছেন কোননগরের ব্যবসায়ী। যার জন্য আঙুল তোলা হয়, তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দিকে। এবার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ টালিগঞ্জ বিধানসভায় হারতেই সোশাল মিডিয়ায় মুখ খোলা শুরু করলেন শতদ্রু।

ফেসবুকে একের পর এক স্টোরি আপলোড করেছেন তিনি। যার কোনওটায় বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীর কাছে অরূপের হারের ছবি। সঙ্গে লিখেছেন, 'তোমার খেলা শেষ। এবার আমার খেলা শুরু।' কী 'খেলা' হতে পারে, তারও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন শতদ্রু। একটি স্টোরিতে তিনি জানিয়েছেন, অবিলম্বে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন। যেখানে সবকিছু 'ফাঁস' করবেন। একটি স্টোরিতে কারও নাম না করে লিখেছেন, তাঁর দলের থেকে জোর করে মাঠে ঢোকার অনুমতি পত্র নেওয়া হয়েছে। অস্বীকার করলে তাঁদের ঘরে বন্দি করে দেওয়া হয়। তাঁকে 'ব্ল্যাকমেল' করা হয়েছে বলেও অভিযোগ শতদ্রুর। যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের ফল ভুগতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শতদ্রু।

একটি স্টোরিতে ক্ষোভ উগরে লিখেছেন, তাঁর তিন বছরের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। মেসিকে ভালোভাবে দেখার আশা ভক্তদের পূরণ হয়নি। তাঁকে 'বলির পাঁঠা' বানানোয় ৩৮ দিন জেলে থাকতে হয়েছে। এবার শতদ্রু জানিয়ে দিয়েছেন, ৫০ কোটির ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যক্তিগত অপমানের জেরে ৫০ কোটির মানহানির মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির পাপিয়া বিশ্বাসের কাছে অরূপ বিশ্বাস ৬০১৩ বিশ্বাস হেরেছেন। রাজ্যে ২০৭টি আসন জিতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জন করেছে বিজেপি। যেখানে তৃণমূল জিতেছে ৮০টি আসন। অরূপের হারের পর সোশাল মিডিয়ায় মিমের বন্যা শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন, 'রাজ্যের পালাবদলে গোল করলেন মেসি।' কেউ বা বলছেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ মেসি দা।' আবার অনেকে লিখেছেন, 'সময় অনেক কিছুর উত্তর দেয়।'

১৩ ডিসেম্বর শতদ্রু দত্তের আয়োজিত 'দ্য গোট ট্যুরে' কলকাতায় এসেছিলেন লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও রড্রিগো দি'পল। কিন্তু ৬০ হাজার দর্শক হাজার-হাজার টাকার টিকিট কেটেও মেসিকে ভালোভাবে দেখতে পাননি। অভিযোগ, এর জন্য দায়ী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর অনুগামীরা। মেসিকে দেখতে না পেয়ে স্টেডিয়ামে ভাঙচুর করেন ক্ষুব্ধ দর্শকরা। কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় যুবভারতী। এরপর বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল শতদ্রুকে। ৩৮ দিন জেলও খাটতে হয়েছিল। এবার রাজ্যে পালাবদলের পরই মুখ খুললেন তিনি।

এমবিবি-তে ফাইনালে আজ ত্রিপুরা-আসাম হাজির থাকবেন বিসিসিআই সচিব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উদীয়মান ক্রিকেট প্রতিভাদের লড়াই এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) দ্বিতীয় নর্থ ইস্ট লিটল মাস্টার্স ট্রফির (অনূর্ধ-১৪ বালক) মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে আয়োজক ত্রিপুরা এবং শক্তিশালী আসাম। ৪০ ওভারের এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ফাইনাল শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব, যা টুর্নামেন্টের গুরুত্বকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরার ফাইনালের পথ খুব একটা মসৃণ ছিল না, কারণ বৃষ্টির বাধায় সিকিম এবং মণিপুরের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম দুটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে দমে না গিয়ে তৃতীয় ম্যাচে নাগাল্যান্ডকে ১০ উইকেটে হারিয়ে ছন্দে ফেরে স্বাগতিকরা। এরপর ৫ মে প্রথম সেমিফাইনালে মিজোরামের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় তুলে নেয় ত্রিপুরা। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৭ রান তোলার পর, ত্রিপুরার বোলারদের দাপটে মিজোরাম মাত্র ১৭.৫ ওভারে ৪৯ রানে অল-আউট হয়ে যায়। ১৪৮ রানের বিশাল জয়ের নায়ক বিজয় দেব নির্বাচিত হন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়।

অন্যদিকে, আসাম দল টুর্নামেন্ট জুড়ে বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছে। প্রথম ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশকে ১০ উইকেটে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে মিজোরামকে ২৫০ রানের পাহাড়প্রমাণ ব্যবধানে হারিয়ে তারা সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মণিপুরের বিরুদ্ধে ১৭৪ রান তুলে ৯৯ রানে জয় পায় আসাম, যেখানে ম্যাচের সেরা হন তানভীর ইসলাম। দুই অপরাজিত শক্তির এই লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবে, তা দেখতে মুখিয়ে আছে ক্রীড়া মহল। মাঠের লড়াই শেষ হওয়ার পর বিসিসিআই সচিবের হাত থেকে ট্রফি নেওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে খুদে ক্রিকেটাররা।

রয়্যালসের মালিক কে? শুরু বিতর্ক

রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা নিয়ে হঠাৎই বিতর্ক। কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম দাবি করেছে, আইপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা অবৈধ ভাবে তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আদালতে যাওয়ার কথা ভাবছে তারা।

সোমানিদের অভিযোগ, রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা অধিগ্রহণের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিডিং প্রক্রিয়ার অধিকাংশ সময় তারা শীর্ষস্থানে ছিল। গোষ্ঠীটি অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে এবং বিডিং পদ্ধতির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাদের দাবি, এই কারণেই ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

গত ২৪ মার্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমানি, ওয়ালমার্ট পরিবারের রব ওয়ালটন এবং হ্যাম্প পরিবার সম্মিলিত ভাবে প্রায় ১.৬৩ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা) চুক্তিতে রাজস্থান রয়্যালস কেনার ব্যাপারে এগিয়ে ছিল।

কিন্তু গত রবিবার নাটকের শুরু। সে দিন নিশ্চিত করা হয়, লক্ষ্মী এন মিত্তল এবং আদিত্য মিত্তলের নেতৃত্বাধীন মিত্তল পরিবার এবং সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার সিইও আদার পুনাওয়ালা প্রায় ১.৬৫ বিলিয়ন ডলারে (প্রায় ১৫,৬৬০ কোটি টাকা) রাজস্থান রয়্যালস কিনে নিয়েছেন। খবর ছড়ায় যে, সোমানির নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী তাদের বিড প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সেই দাবি অস্বীকার করেছে কনসোর্টিয়ামটি।

কাল সোমানি, রব জর্ডান ওয়ালটন এবং মাইকেল হ্যাম্পের জোট বিবৃতি দিয়ে জানায়, "দীর্ঘ ছয় মাসের একটি প্রক্রিয়ার পর রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানা গ্রুপের অংশ হতে না পেরে আমরা গভীর ভাবে হতাশ। এই পুরো সময় জুড়ে আমরাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শীর্ষ বিডার হিসেবে ছিলাম।"

সোমানিদের আরও দাবি, "আমাদের কনসোর্টিয়াম অক্লান্ত পরিশ্রম করে একদল বিশিষ্ট বিনিয়োগকারীকে একত্রিত করেছিল, যাদের এনএফএল, এমএলবি, ইপিএল, লা লিগা এবং টিজিএল-এ মালিকানার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই গ্রুপে পেশাদার ক্রীড়া জগতের শীর্ষ স্তরের বিশ্বসেরা তারকারাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমাদের লক্ষ্য ছিল আইপিএল-কে এক নতুন আন্তর্জাতিক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া।"

'ক্রিকবাজ' ওয়েবসাইটের দাবি, আদালতে যাওয়ার কথাও ভাবছে সোমানির কনসোর্টিয়াম।

স্পোর্টস স্কুল ও খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারে প্রশিক্ষণে গতি আনতে নয়া উদ্যোগ দপ্তরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বাধারঘাটে অবস্থিত খেলো ইন্ডিয়া স্টেট এক্সিলেন্স সেন্টার এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ও গতিশীলতা আনতে বিশেষ সক্রিয়তা দেখাল রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর। সম্প্রতি গত বৃহস্পতিবার দুপুরে স্পোর্টস স্কুল চত্বরে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, উপ অধিকর্তা বিপ্লব দত্ত, সহ অধিকর্তা ভারতী নিগম এবং খেলো ইন্ডিয়া স্টেট এক্সিলেন্স সেন্টারের এইচপিডি সূর্যকান্ত পাল। আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল অ্যাথলেটিক্স, জুডো ও সাঁতারখেলো ইন্ডিয়া স্কিমের আওতাভুক্ত এই তিনটি ইভেন্টের মানোন্নয়ন। প্রশিক্ষণের গুণমান বৃদ্ধি এবং কোচিং পদ্ধতিতে সমন্বয় আনতে খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার ও স্পোর্টস স্কুলের কোচদের মধ্যে খেলোয়াড়দের সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিটি অ্যাথলিটের প্রতি আলাদাভাবে নজর দেওয়া সম্ভব হয়। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় বৈঠকের মাধ্যমে কোচদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। তবে বৈঠকের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল স্পোর্টস স্কুলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে উদ্বেগ। সূত্রের খবর, গত কয়েকদিন ধরে খেলোয়াড়দের ফলাফলে ধারাবাহিকতার অভাব এবং স্কুলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাহীনতা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আধিকারিকরা। স্কুলের পরিবেশ ফেরাতে এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও বৈঠকের এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মাঠ পর্যায়ে সিদ্ধান্তগুলো কার্যকর করার তেমন কোনো তৎপরতা নজরে আসেনি, যা নিয়ে ক্রীড়ামহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এখন দেখার, দপ্তরের এই পরিকল্পনাগুলি ঠিক কবে নাগাদ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়ে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে প্রতিফলন ঘটায়।

সব কটি ম্যাচ দেখার পারিশ্রমিক

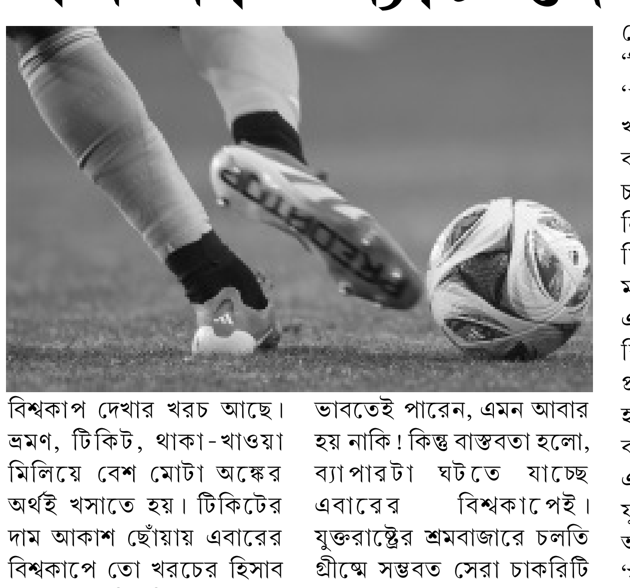

বিশ্বকাপ দেখার খরচ আছে। ভ্রমণ, টিকিট, থাকা-খাওয়া মিলিয়ে বেশ মোটা অঙ্কের অর্থই খসাতে হয়। টিকিটের দাম আকাশ ছোঁয়ায় এবারের বিশ্বকাপে তো খরচের হিসাব মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন অনেকেই। আচ্ছা, কেমন হয় যদি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো দেখার বিনিময়ে উল্টো বেশ দুপয়সা রোজগার হয়! মানে বিশ্বকাপের সব কটি ম্যাচ দেখার বিনিময়ে মোটা অঙ্কের অর্থ পেলেন!

ভাবতেই পারেন, এমন আবার হয় নাকি! কিন্তু বাস্তবতা হলো, ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে এবারের বিশ্বকাপেই। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারে চলতি গ্রীষ্মে সম্ভবত সেরা চাকরিটি হতে যাচ্ছে একজন ফুটবলপ্রেমীর জন্য, যাঁর কাজ হবে স্রেফ বিশ্বকাপ ফুটবলের ১০৪টি ম্যাচ দেখা। আর এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে ৫০ হাজার ডলার। চাকরিবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইনডিড'-এর সঙ্গে মিলে ফক্স স্পোর্টস এবারের বিশ্বকাপে 'চিফ ওয়ার্ল কাপ ওয়াচার' বা 'বিশ্বকাপের প্রধান দর্শক' খুঁজছে। তারা এটিকে বাজারের সেরা 'গ্রীষ্মকালীন চাকরি' হিসেবে দাবি করেছে। নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিউইয়র্ক সিটির টাইমস স্কয়ারের মাঝখানে বিশেষভাবে তৈরি একটি কাচঘেরা ঘরে (গ্লাস কিউব) বসে বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচ উপভোগ করতে হবে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এই চাকরির জন্য নির্বাচিত ফুটবল---ভক্তকে বিশ্বকাপের অফিশিয়াল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম 'ফক্স ওয়ান'-এ প্রতিটি ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্ত দেখতে হবে। খেলা দেখার পাশাপাশি তাঁকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য কনটেন্ট তৈরি ও শেয়ার করতে হবে। এর মাধ্যমে টাইমস স্কয়ার দিয়ে যাতায়াত করা হাজারো পর্যটক ও পথচারীর জন্য প্রতিটি ম্যাচকে একটি 'লাইভ ওয়াচ পার্টি' বা সরাসরি উৎসবে রূপান্তর করবেন তিনি।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠান দুটির পক্ষ থেকে বলা হয়, 'এটি বাজারের সেরা গ্রীষ্মকালীন চাকরি হতে যাচ্ছে। তবে এই সুযোগ পাবেন কেবল একজন পাগলাটে ভক্ত, যিনি জীবনের সেরা এই অভিজ্ঞতা নিতে প্রস্তুত।'

আগ্রহী ভক্তরা 'ইনডিড'-এর মাধ্যমে এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আগামী ৬ জুন ফক্স চ্যানেলে বোস্টন রেড সক্স ও নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিসের মধ্যে বেসবল ম্যাচে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। এবার আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। এবারই প্রথম ৪৮টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ। এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এটাই হবে সবচেয়ে বড় আসর।

রেকর্ড গড়ে সোনা আদ্রিয়ানের

নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন বাংলার শুটার আদ্রিয়ান কর্মকার। ভোপালে কুমার সুরেন্দ্র সিংহ চ্যাম্পিয়নশিপে ৫০ মিটার থ্রি পজিশন ইভেন্টে কীর্তি গড়েছেন আদ্রিয়ান। ছাপিয়ে গিয়েছেন বিশ্বরেকর্ডের স্কোরও।

গত জানুয়ারিতে জুনিয়র এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে এই ইভেন্টে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন আদ্রিয়ান। তাঁর বিশ্বরেকর্ড দু'সপ্তাহ আগে কায়রোতে আয়োজিত জুনিয়র বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ভেঙে দেন কাজাখস্তানের এক শুটার। সে কথা মাথায় রেখেই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় নামে আদ্রিয়ান। বাবা প্রাক্তন অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার ছেলেকে বিশ্বরেকর্ড হাতছাড়া হওয়ার কথা বলে তাতিয়ে ছিলেন। আদ্রিয়ানও চ্যালেঞ্জ নেন। এই প্রতিযোগিতার স্কোর বিশ্বরেকর্ডের স্বীকৃতি না পেলেও চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি আদ্রিয়ান। জুনিয়র বিভাগে যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৩৬০.২ স্কোর করে জাতীয় রেকর্ড গড়ে ফাইনালে ওঠে। যা বর্তমান বিশ্বরেকর্ডের চেয়ে ৪.৮ পয়েন্ট বেশি। পরে ফাইনালেও সোনা জিতেছেন আদ্রিয়ান।

মাস্টার্স খেলোয়াড়দের বিশেষ সংবর্ধনা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: কৃতি মাস্টার্স খেলোয়াড়দের আগামীকাল বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আয়োজিত 'ওয়ার্ল মাস্টার্স অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬'-এ সাফল্যের নতুন ইতিহাস লিখে দেশে ফিরেছেন রাজ্যের চার কৃতি প্রবীণ অ্যাথলেট। ১৭ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই মেগা ইভেন্টে ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিয়ে ত্রিপুরার অ্যাথলেটরা একের পর এক পদক ছিনিয়ে নিয়েছেন। ৬০ বছর ঊর্ধ বিভাগে হাইজাম্প ইভেন্টে ১.৫৫ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে সোনা জিতেছেন প্রিয়লাল সাহা। ৫৫ বছর ঊর্ধ বিভাগে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে রুপো জয়ের পর লং জাম্প ইভেন্টেও স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়ে বাজিমাত করেছেন নারায়ণ ঘোষ। অন্যদিকে, অনন্য নজির গড়েছেন আশিস কর; ৫০০০ মিটার হাঁটায় সোনা এবং ডিসকাস থ্রো-তে রুপো জেতার পাশাপাশি ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে পাকিস্তানের প্রতিযোগীকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন তিনি। ৩৫ ঊর্ধ বয়স বিভাগে মালু মিয়া ১০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছেন এবং লং জাম্প ও ট্রিপল জাম্পে লড়াই করে সম্মানজনক স্থান দখল করেছেন। গত ২০ এপ্রিল প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটেছে এবং ব্যাংককের বিশ্বমঞ্চে ত্রিপুরার জয়ধ্বজা উড়িয়ে যথাসময়ে ঘরে ফিরেছেন এই প্রতিনিধি দলটি। প্রবীণ অ্যাথলেটদের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে খুশির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে রাজ্যের ক্রীড়ামহলে। সঠিক ইচ্ছেশক্তি থাকলে যে বয়স কোনো বাধা নয়, তা আবারও প্রমাণ করলেন এই চার অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। তাঁদের এই গৌরবময় সাফল্যকে সম্মান জানাতে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে সাতটায় 'প্রজাপিতা ব্রহ্ম কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়'-এর অধীনস্থ 'মাস্টার্স স্পোর্টস উইং'-এর পক্ষ থেকে এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

স্পোর্টস ক্লাইম্বিংয়ের প্রশিক্ষণ শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্লাইম্বিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও রাজ্য যুব ক্রীড়া কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় আগামী ৭ মে তিন দিনব্যাপী "স্পোর্ট ক্লাইম্বিং" এর উপর একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব মেমোরিয়াল কমপ্লেক্সে। এই শিবিরে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য রাজ্যের আটটি জেলা থেকে মোট ৪০ জন ছাত্রছাত্রীসহ প্রশিক্ষকরা উপস্থিত থাকবেন। তবে আগামীকাল থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হলেও প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে ৮ই মে। জানালেন ত্রিপুরা স্পোর্ট ক্লাইম্বিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমল চন্দ্র সূত্রধর ও সভাপতি খোকন চন্দ্র পাল।

ত্রিপুরায় 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাভিযান ২০২৬' শুরু, তৃণমূল সংগঠন শক্তিশালীকরণে জোর মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৬ মে: প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাভিযান ২০২৬' শুরু হয়েছে। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। সংগঠনের মন্ডল স্তর পর্যন্ত দক্ষতা বৃদ্ধি ও সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করাই এই মহাভিযানের মূল লক্ষ্য বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দলীয় কর্মী, মন্ডল প্রশিক্ষক ও নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশিক্ষণ একটি সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি উল্লেখ করেন, পূর্ববর্তী বছরের মতো এবছরও কর্মীরা আদর্শ, সুশাসন এবং বিজেপি পরিচালিত সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিকনির্দেশনায় এই প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে এবং এবারের কর্মসূচিতে ত্রিপুরা বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই মহাভিযান পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে উঠেছে, যার লক্ষ্য কর্মীদের মধ্যে আদর্শগত স্পষ্টতা তৈরি করা এবং তৃণমূল স্তরে দলের জনসংযোগ আরও শক্তিশালী করা। এর মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যক্রমে নতুন গতি আসবে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে দলের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সংগঠন গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি বলেন, দক্ষ কর্মী এবং সুসংগঠিত দলএই দুই-ই এই মহাভিযানের মূল বার্তা। এই ধরনের উদ্যোগ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং তাদের আদর্শগত অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করবে।

ধর্মনগরে নিহত যুবনেতার বাড়িতে যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ মে: ধর্মনগরে নিহত যুবনেতার বাড়িতে গেলেন যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব। পরিবারকে সমবেদনা ও ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিলেন তিনি। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বিজেপি যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি তথা কাউন্সিলর রাহুল কিশোর রায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা এখনও অব্যাহত। এই প্রেক্ষাপটে বুধবার তাঁর বাড়িতে যান যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব।পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা জানানোর পাশাপাশি ঘটনাটির সঠিক তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন।উল্লেখ্য, রাহুল কিশোর রায়ের আকস্মিক মৃত্যুকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সুশান্ত দেব বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দল একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারিয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, "সত্য উদঘাটন হওয়া জরুরি, এবং যারা দায়ী তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, দলের পক্ষ থেকে মৃত যুবনেতার পরিবারের পাশে সবসময় থাকা হবে এবং প্রয়োজনে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে রাজনৈতিক উত্তেজনা এখনও তীব্র রয়েছে এবং বিভিন্ন মহল থেকে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে।

আগামী ৯ মে'র মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল

আগরতলা, ৬ মে : ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল আগামী ৯ মে'র মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে। ফল প্রকাশের যাবতীয় প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি ডা. ধনঞ্জয় গণচৌধুরী।

তিনি বলেন, গত বছর ৩০ এপ্রিল ফলাফল ঘোষণা করেছিল পর্ষদ। তবে চলতি বছরে এডিসি নির্বাচন এবং গতবারের তুলনায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফল প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে বলে জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি।

কালমা হাইস্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ, তদন্তের দাবি স্থানীয়দের

আগরতলা, ৬ মে: জোলাইবাড়ী বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে থাকা কালমা হাইস্কুলের এক শিক্ষক নান্টু নমঃ -র বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কোনো সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন করাতে পারেন না। কিন্তু সেই নিয়মকে উপেক্ষা করে নান্টু নমঃ বিদ্যালয়ের পাশ্ববর্তী একটি বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের টিউশন করাচ্ছেন। স্থানীয়দের দাবি, বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগেই শিক্ষার্থীদের ওই বাড়িতে টিউশনে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়, যার ফলে অনেক সময় স্কুলে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে তাদের।

অভিভাবকদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নাকি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তাঁর কাছে প্রাইভেট টিউশন না নিলে ছাত্রছাত্রীরা এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। এতে চাপে পড়ে বহু পরিবার বাধ্য হয়ে টিউশনে পাঠাচ্ছেন সন্তানদের।

এছাড়াও আরও অভিযোগ উঠেছে, শিক্ষকের ভাইয়ের দোকান থেকে খাতা না কিনলে পড়াশোনা করা যাবে নাএই মর্মে ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে বেশি দামে খাতা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ।

এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, এ ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি অবগত নন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক প্রায়ই বিদ্যালয়ে দেরিতে আসেন এবং তাঁর ভাই খাতা বিক্রি করেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, কালমা এলাকার বাসিন্দারা শিক্ষাদপ্তরের কাছে দাবি জানিয়েছেন, অভিযোগগুলির সঠিক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। যাতে ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষক এ ধরনের কাজে জড়িত না হন এবং শিক্ষার পরিবেশ সুস্থ ও স্বচ্ছ থাকে।

আধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলা হবে বটতলা মহাশ্মশান: মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে: আধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলা হবে বটতলা মহাশ্মশান জানালেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার।আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানিয়েছেন, আগরতলার বটতলা মহাশ্মশানকে আধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে পুর নিগম। বর্ষাকালে জলমগ্নতার কারণে সৎকারে সমস্যা এড়াতে আপৎকালীন ব্যবহারের জন্য রাস্তার পাশে নতুন চুল্লি তৈরি করা হবে এবং আরও দুটি গ্যাসচালিত চুল্লি বসানো হবে।

বুধবার মহাশ্মশান পরিদর্শন করে তিনি জানান, সৌন্দর্যায়নের অংশ হিসেবে ফোয়ারা, হাইমাস্ট লাইট ও শ্মশানযাত্রীদের বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা হবে। প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই উন্নয়নমূলক কাজ চলছে এবং বর্ষার আগেই চুল্লি প্রস্তুত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও মহাশ্মশানের ঐতিহ্যবাহী শিবমন্দির সংস্কার করা হবে। অত্যাধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মন্দিরটিকে উপরে তোলা হবে। মেয়র বলেন, পুর নিগমের পক্ষ থেকে বিনা পয়সায় সৎকারের ব্যবস্থা রয়েছে; কেউ উৎকোচ দাবি করলে তার ভিডিও ধারণ করে অভিযোগ জানাতে অনুরোধ করেন তিনি।

এক মাস পর বিদ্যুৎ ফিরল বালুচড়া-মাতামবাড়িতে, স্বস্তিতে প্রায় ৫০০ পরিবার

কাঠালিয়া, ৬ মেঃ দীর্ঘ একমাস অন্ধকারে কাটানোর পর অবশেষে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হলো কাঠালিয়া ব্লকের বালুচড়া ও মাতামবাড়ি এলাকায়। প্রায় ৫০০ পরিবারের এই জনবসতিতে বিদ্যুৎ না থাকায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজাতি, সনাতনী হিন্দু এবং সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের বসবাস এই এলাকায়। গত এক মাস ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় রাতের অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাতে হচ্ছিল। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে খাবার খাওয়াসবই করতে হয়েছে সীমাহীন কষ্টের মধ্যে। মোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্যও পার্শবর্তী গ্রামে যেতে হচ্ছিল বলে জানান এলাকাবাসী।

একান্ত সাক্ষাৎকারে স্থানীয় বাসিন্দা ইমরান হোসেন বলেন, থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজ ও কালিখলা এডিসি ভিলেজের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এই এলাকায় তিন সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করেন। সমস্যার কথা ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথের কাছে জানানো হলে তিনি দ্রুত বিদ্যুৎ কর্মীদের একটি দল পাঠান।

গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বুধবার সকাল থেকে দিনভর পরিশ্রম করে অবশেষে বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়। এতে করে এলাকায় স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে জানান বাসিন্দারা।

ইমরান হোসেন আরও অভিযোগ করেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কিছু আধিকারিকের গাফিলতির কারণেই সাধারণ মানুষকে অনেক সময় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তবে জনপ্রতিনিধিদের নজরে বিষয়টি আনলে দ্রুত সমাধান সম্ভব হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ায় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বিধায়ক বিন্দু দেবনাথকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ার পাশে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি, মানবিক উদ্যোগে প্রশংসার ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ মে: চড়িলাম ব্লকের মধ্য ব্রজপুর এলাকার এক দরিদ্র পরিবারের পড়ুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা।জানা গেছে, নয়ন রবি দাস নামে ওই পড়ুয়া ব্রজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাইমারি বিভাগের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান নয়নের বাবা কৃষ্ণ রবিদাস চড়িলাম ব্লক রোডের পাশে বসে জুতো সেলাইয়ের কাজ করেন। সামান্য আয়ে কোনওরকমে সংসার চালাতে হয় তাকে। কখনও ২০ টাকা, কখনও ৩০ টাকা রোজগার হয় তার।সরকারি পাঠ্যবই পেলেও অর্থাভাবে ছেলের জন্য প্রাইভেট টিউটর বা প্রয়োজনীয় নোটবই কিনে দিতে পারছিলেন না কৃষ্ণ রবিদাস। প্রায় দেড় হাজার টাকা মূল্যের নোটবই কেনা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।বিষয়টি জানতে পেরে বুধবার দুপুরে কোনও রকম দেরি না করে নয়নের বাড়িতে পৌঁছে যান বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। তিনি নয়নের হাতে প্রায় এক হাজার টাকার নোটবই, খাতা, কলম তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের জন্য এক মাসের খাদ্যসামগ্রীও প্রদান করেন।ওসির এই মানবিক উদ্যোগে খুশি নয়নের পরিবার। পাশাপাশি বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসির এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গোটা চড়িলাম বিধানসভা এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের মতে, "মানুষ মানুষের জন্য" কবির এই চিরন্তন বাণীকেই নিজের কাজে বাস্তব রূপ দিলেন ওসি অজিত দেববর্মা।

দিব্যাঙ্গ কন্যার চিকিৎসায় সর্বস্বান্ত পরিবার, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন

আগরতলা, ৬ মে: দিব্যাঙ্গ কন্যার চিকিৎসার জন্য সর্বস্ব হারিয়ে এখন চরম সংকটে পড়েছেন এক অসহায় পরিবার। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানালেন ফিরোদ দেববর্মা ও সারি দেববর্মা দম্পতি।

জানা গেছে, জম্পুইজলা ব্লকের চিকনছাড়া ভিলেজের বাসিন্দা এই দম্পতির একমাত্র আট বছরের কন্যা আয়েশা দেববর্মা জন্ম থেকেই গুরুতর শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। সে হাঁটাচলা করতে পারে না, এমনকি স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরে তার চিকিৎসা চালাতে গিয়ে ইতিমধ্যেই বাড়িঘর ও জমিজমা পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছেন পরিবারটি।

বর্তমানে আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ায় চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন আয়েশার বাবা-মা। এই পরিস্থিতিতে তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মানবিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন, যাতে তাদের কন্যার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়।

নিখোঁজের একদিন পর পুকুর থেকে উদ্ধার নাবালকের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৬ মে: প্রথমে নিখোঁজ, পরে পুকুর থেকে উদ্ধার হল এক নাবালকের মৃতদেহ। মর্মান্তিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানার অন্তর্গত পূর্ব ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। মৃত নাবালকের নাম মোঃ সাকিবুল হোসেন (১২)। সে স্থানীয় বাসিন্দা মোঃ নুরুল হকের ছেলে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সাকিবুল বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছিল। পরিবারের সদস্যদের দাবি, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় সাকিবুল। এরপর পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি চালিয়েও তার কোনও সন্ধান পাননি। এরপর বুধবার দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ বাড়ির পাশের একটি পুকুরে একটি ভাসমান দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে কাছে গিয়ে দেখা যায় সেটি নিখোঁজ সাকিবুলের দেহ। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এদিন এলাকার বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। পরে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় পুকুর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দক্ষিণ জেলায় শুরু সেন্সাস ২০২৭-এর প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ মে: রাজ্যে শুরু হতে চলেছে সেন্সাস ২০২৭-এর প্রস্তুতি। সেই লক্ষ্যে বুধবার দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে সেন্সাস সংক্রান্ত জেলা ভিত্তিক তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হয়। এদিন ছিল প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রথম দিন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সেন্সাস বিভাগের ডিরেক্টর রতন বিশ্বাস। তিনি সাংবাদিকদের জানান, জেলা পর্যায়ে যাঁরা সেন্সাস কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তাঁদের নিয়েই এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে আগামী ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত প্রথম পর্যায় এবং ১ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে সেন্সাসের কাজ পরিচালিত হবে। মোট ৪৫ দিন ধরে চলবে এই জনগণনা প্রক্রিয়া।

আদালতের রায়ে স্বস্তি ব্যবসায়ীর বাজেয়াপ্ত ফার্নিচার ফেরতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ মে: শান্তিরবাজার শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুজিত সেনের পক্ষে রায় দিল বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালত। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর আদালত বগাফা বনদপ্তরের বাজেয়াপ্ত করা ফার্নিচার ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

জানা গেছে, শান্তিরবাজারের 'সেন স্টিল অ্যান্ড উডেন ফার্নিচার'-এর কর্ণধার সুজিত সেন ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি কলকাতা থেকে বৈধ কাগজপত্র সহ কিছু ফার্নিচার নিয়ে আসেন। অভিযোগ, পরদিন ২৪ জানুয়ারি বগাফা বনদপ্তর গাড়ি সহ ওই ফার্নিচার আটক করে বনদপ্তরের অফিসে নিয়ে যায়।ব্যবসায়ীর দাবি, সমস্ত নথিপত্র বৈধ থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে ফার্নিচার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এরপর তিনি আইনের দ্বারস্থ হন এবং ২০২৪ সালের ৬ জুন বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে মামলা দায়ের করেন।

দীর্ঘ শুনানির পর অবশেষে ২০২৬ সালের ৩০ এপ্রিল মামলার রায় ঘোষণা হয়। আদালত সুজিত সেনের পক্ষে রায় দিয়ে বনদপ্তরকে বাজেয়াপ্ত ফার্নিচার ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয়। জানা যায়, প্রায় ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৭৮ টাকার ফার্নিচার আটক রাখা হয়েছিল।

বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুজিত সেন বলেন, "আদালতের রায়ে আমি ন্যায়বিচার পেয়েছি। তবে দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে আমাকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে, তার জন্য দায়ী কর্মীদের বিরুদ্ধে বনদপ্তরের উচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে ভবিষ্যতে আর কাউকে এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়।"

এদিকে, বগাফা বনদপ্তরের কিছু আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগও সামনে এসেছে। স্থানীয় মহলের একাংশের অভিযোগ, বনদপ্তরের অধীনে থাকা গাছপালা অবৈধভাবে বনদস্যুদের কাছে বিক্রি করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনিয়মের ঘটনা ঘটছে। পাশাপাশি, সৎভাবে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের হয়রানি এবং অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনকারীদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এখন দেখার বিষয়, অভিযুক্ত রেঞ্জার ও এসডিএফও-র বিরুদ্ধে দপ্তর কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

শহীদ রাইফেলম্যান কল্যাণ কুমারের স্মরণে রাধানগর ব্যাটালিয়নে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ আসাম রাইফেলসের

আগরতলা, ৬ মে : শহীদ রাইফেলম্যান কল্যাণ কুমারের আত্মত্যাগের স্মরণে মঙ্গলবার রাধানগর ব্যাটালিয়নে এক গম্ভীর ও মর্যাদাপূর্ণ পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসাম রাইফেলস। উল্লেখ্য, রাইফেলম্যান কল্যাণ কুমার ২০০২ সালের ৫ মে অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলার লংটম-২ গ্রামে এক অভিযানের সময় দেশরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শহীদ হন।

অনুষ্ঠানে ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট, অ্যাডজুট্যান্ট এবং সুবেদার মেজর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। ব্যাটালিয়নের সকল জওয়ান এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ জওয়ানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত সকলেই দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন। কর্তব্যরত অবস্থায় আত্মবলিদান দেওয়া এই বীর সেনানীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে গভীর আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এই অনুষ্ঠান ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি সাহস, আত্মত্যাগ ও দেশসেবার আদর্শ অটুট রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে বলে জানানো হয়েছে।

আগরতলায় অপারেশন সিন্দুরের এক বছর পূর্তি উদযাপন করল আসাম রাইফেলস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে : অপারেশন সিন্দুরের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ আগরতলায় এক বিশেষ আউটরিচ কর্মসূচির আয়োজন করে আসাম রাইফেলস। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের পাশাপাশি আগরতলার আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল (এআরপিএস)-এর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি তথ্যভিত্তিক বক্তৃতা এবং অনুপ্রেরণামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এর মাধ্যমে অপারেশন সিন্দুরের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং দেশের সুরক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর নিষ্ঠা, সাহস ও পেশাদারিত্বের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার পাশাপাশি পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে আসাম রাইফেলস। এদিনের অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষভাবে তৈরি করা সেলফি পয়েন্টটি ছিল সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। অনেক ছাত্র-ছাত্রী সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ভবিষ্যতে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার ইচ্ছাও ব্যক্ত করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে এবং জাতি গঠনের লক্ষ্যে এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে আসাম রাইফেলস।

এনডিপিএস মামলায় ফের গ্রেফতার এক মাদক পাচারকারী, সোনামুড়ায় পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ মে: সোনামুড়া থানার একটি পুরনো এনডিপিএস মামলার সূত্র ধরে ফের এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম জাকির হোসেন (৪৩)। বুধবার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ নভেম্বর ২০২৫ গভীর রাতে সোনামুড়া থানার পুলিশ কালাপানিয়া ওয়ার্ড নম্বর ২ এলাকায় একটি যৌথ অভিযান চালায়। ওই অভিযানে দেলোয়ার হোসেন ওরফে খোরশেদ আলমের বাড়ি থেকে প্রায় ৩০.১৭০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় একটি সাদা রঙের প্রাইভেট গাড়ি, যার নম্বর টি আর - ০৩ত কিউ ত ০৫৬৮।

আইজিএম হাসপাতালে শূন্য থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের সিইএলসি কিটের মাধ্যমে আধার নিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে: আগরতলার আইজিএম হাসপাতালে আজ শূন্য থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সিইএলসি (চাইল্ড এনরোলমেন্ট লাইট ক্লাইন্ট) কিটের মাধ্যমে আধার নিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়। এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মা। উক্ত পরিষেবার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, শিশুদের ডিজিটাল পরিচয় নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। হাসপাতাল থেকেই শিশুদের আধার নিবন্ধনের সুবিধা চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমবে এবং নবজাতক ও শিশুদের দ্রুত সরকারি পরিষেবার আওতায় আনা সম্ভব হবে। তিনি আরও জানান, জন্মের পর থেকেই আধার নিবন্ধনের সুবিধা চালু হওয়ায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও অন্যান্য সরকারি পরিষেবার সঙ্গে শিশুদের সহজে সংযুক্ত করা যাবে।

উল্লেখ্য, এই সিইএলসি (চাইল্ড এনরোলমেন্ট লাইট ক্লাইন্ট কিট হলো ইউআইডিএআই-এর একটি আধুনিক আধার নিবন্ধন ব্যবস্থা, যা বিশেষভাবে শূন্য থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য চালু করা হয়েছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেই দ্রুত ও সহজে আধার নিবন্ধন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে অভিভাবকদের সময় ও ভোগান্তি কমবে এবং শিশুদের সরকারি পরিষেবার আওতায় আনা আরও সহজ হবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুয়াহাটিস্থিত ইউআইডিএআই আঞ্চলিক কার্যালয়ের ডিরেক্টর লেফটেন্যান্ট কর্নেল অভিষেক কৌশিক, ইউআইডিএআই আঞ্চলিক কার্যালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর পি.কে বোরা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, পশ্চিম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শংকর চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শেষে আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ নির্মল সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। আজকের অনুষ্ঠানে অংশিভিকা দত্ত নামে চার মাসের একটি শিশুকে সিইএলসি (চাইল্ড এনরোলমেন্ট লাইট ক্লাইন্ট) কিটে ইউআইডিএআই-এর মাধ্যমে আধার নিবন্ধন করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas